তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫
আপনার কী করার আছে

লেখক : (ইংরেজি মৌলিক)

মন্দাকিনি দেভাসের

সম্পাদক : ইংরেজি পরিমার্জিত সংস্করণ

ভেঙ্কটেশ নায়েক

সাধারণ সম্পাদক

সোহিনী পাল

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সুব্রত কুন্ডু ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কমনওয়েলথ হিউমান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

ও

ডেভল্পমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার

মার্চ, ২০০৮

এই সহায়িকা তৈরি, আনুষঙ্গিক গবেষণা ও
প্রচার প্রসারের কাজ সম্ভব হয়েছে ব্রিটিশ হাই
কমিশন (নিউ দিল্লি)-এর অর্থ সাহায্যে।

সূচি

ভূমিকা		১
প্রথম অধ্যায় :	'তথ্য জানার অধিকার' বিষয়টি কী ?	৩
দ্বিতীয় অধ্যায় :	তথ্য জানার অধিকার আইনটি কীভাবে আমাকে সাহায্য করবে ?	৪
তৃতীয় অধ্যায় :	কাদের কাছ থেকে আমি তথ্য পাব ?	৬
	কোন কোন সংস্থা এই আইনের আওতাধীন	৬
	সংস্থাটির মধ্যে কার সাথে আমি যোগাযোগ করবো ?	৭
চতুর্থ অধ্যায় :	কী তথ্য আমি পাব ?	৯
	এমন কিছু তথ্য আছে কি, যা পাওয়ার অধিকার নেই ?	১০
পঞ্চম অধ্যায় :	কোন কোন তথ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশ করা উচিত ?	১২
	অংশগ্রহণ সহায়ক তথ্য	১২
	উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে তথ্য	১৩
ষষ্ঠ অধ্যায় :	আমি কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করবো ?	১৫
	প্রথম ধাপ : সরকারি সংস্থাটিকে খুঁজে বের করা, যারা কাছে তথ্য আছে	১৫
	দ্বিতীয় ধাপ : জন কর্তৃপক্ষের কার কাছে আপনার আবেদন জমা দিতে হবে?	১৬
	তৃতীয় ধাপ : স্পষ্ট ভাষায় আবেদনপত্রটি লিখুন	১৬
	চতুর্থ ধাপ : আবেদনপত্র জমা দিন	১৭
	পঞ্চম ধাপ : সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা	২০
	১ নং ফ্লো চার্ট : আবেদন প্রক্রিয়া	২১
সপ্তম অধ্যায় :	কীভাবে আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে	২২
	যদি জন-তথ্য আধিকারিক আপনাকে তথ্যটি সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন	২৩
	যদি জন - তথ্য আধিকারিক আবেদন অগ্রাহ্য করেন	২৫
অষ্টম অধ্যায় :	যদি আমি আবেদন করা তথ্যটি না পাই ?	২৭
	প্রথম উপায় - আপিল করা	২৮
	আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম আপিল	২৮
	তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল	৩০
	দ্বিতীয় উপায় - অভিযোগ করা	৩৪
	তৃতীয় উপায় -আদালতে আপিল	৩৬
	২ নং ফ্লো চার্ট : আপিল প্রক্রিয়া	৩৭
নবম অধ্যায় :	তথ্যের অধিকার আইন প্রসারে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি ?	৩৮
সংযোজনী :	১ : তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫	৪৩
	২: পশ্চিমবঙ্গ তথ্য-অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৬	৬৯
	৩ : ত্রিপুরা তথ্য-অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৫	৭২
	৪: তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ - ইংরেজি	৮০
	৫ : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৬ - ইংরেজি	১০২
	৬: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিফিকেশন, ২০০৬	১০৪
	৭ : ফি - তুলনামূলক সারণি	১০৫
	৮ : আপিলের নিয়মনীতি	১২০
	৯ : ইনফরমেশন কমিশনগুলির ঠিকানা	১২১
	১০ : তথ্য ও সূত্র	১২৪

তথ্যের অধিকার

জনগণের হাতে ক্ষমতা ফেরানো

এবার গুজরাটের শিশুদের পড়াশুনোয় আর কোনো বাধা নেই [১]

গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার কালোল তালুকায় একটি বেসরকারি ট্রাস্ট পরিচালিত স্কুল আছে। যদিও গুজরাট সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়ার দরুন এই স্কুল, ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বেতন না নেওয়ার কথা, কিন্তু শিক্ষকরা ওখানে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে জবরদস্তি বেতন দাবি করতে থাকে। ওখনকারই আসলামভাই বলে একজন, RTI আইনমাফিক স্কুল অধ্যক্ষের কাছে ছাত্রছাত্রীদের থেকে বেতন নেওয়া বিষয়ক সরকারি আদেশনামাটি চায়। এই আবেদনমাফিক অধ্যক্ষ লিখিতভাবে জানান যে, একমাত্র কমপিউটার ছাড়া কোনো বিষয়ের জন্যই স্কুল ছেলেমেয়েদের কাছে বেতন চাইতে পারে না। কমপিউটার ক্লাসটা স্কুল তার নিজের খরচায় করে বলেই কমপিউটার শেখানোর জন্য এই বেতনের অধিকার। এখন কিন্তু ছেলেমেয়েরা খুশি, কারণ কোনো ছেলেমেয়েকেই কোনোরকম বেতন দিতে হচ্ছে না, নিখরচাতেই তারা দিব্যি পড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের খরচ[২]

শ্রী তথাগত রায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তথ্যের অধিকার আইনমাফিক এক আবেদন পেশ করেন। যেখানে শ্রী রায় জানতে চান যে, মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে কত টাকা খরচ হয়েছে? এই তথ্য যে খুব সহজেই আমরা পেতে পারি, সেকথা সত্যিই আমাদের অজানা ছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের টাকা কীভাবে খরচ করবে তার ওপর নজর রাখতে, তথ্যের অধিকার আইন এখন আমাদের কাছে এক জবরদস্ত হাতিয়ার হিসেবে এসেছে। যেমন, ওই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য সরকার জানান যে, ১৯৮৭-২০০০-এ এই বাবদ খরচ হয়েছিল ১৮,২৫,৬০০ টাকা আর ২০০১-২০০৫ এ এই খরচ হয় ৪,৬০,৭২২ টাকা।

চণ্ডীগড়ে নকল গাড়ি রেজিস্ট্রারের ডেরা উদ্ধার [৩]

চণ্ডীগড়ে ক্যাপ্টেন এ এল চোপড়া নামের এক বীমা তদারকি কর্মী, তথ্যের অধিকার আইনকে ব্যবহার করে গাড়ি বীমার এক জাল আস্তানা খুঁজে বের করেছেন। যে আস্তানাটির পিছনে আছে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স অথরিটির কিছু কর্মী ও চণ্ডীগড়ের এক পুরোনো গাড়ি বিক্রেতা। একটি গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের বীমার আবেদন দেখতে গিয়েই, ঘটনাটি প্রথম তাঁর নজরে আসে। চোপড়া দেখেন, গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সঙ্গে নটবরের (গাড়ির মালিক) গাড়ির কোনো মিল নেই। তথ্যের অধিকার আইন মোতাবেক, চোপড়া রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স অফিসের (আরএলএ) কাছে বিষয়টি সবিস্তারে জানতে চান। তথ্য বলছে, গাড়ির সার্টিফিকেটটিতে উৎপাদনের বছর হিসেবে ১৯৯৬-এর বদলে ২০০০ করা আছে। এর ফলে নটবরকে দিতে হয়েছিল বাড়তি আরো ৫০,০০০ টাকা, যা ওই ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মীরা মিলে আত্মসাত করেছিল।

---

1. Venkatesh Nayak (2005) 'Freeing Up Education for Children', CHRI unpublished.
2. Staff reporter (2006) 'Jyoti Basu's 14 Foreign Trips Cost State Rs. 18 Lakh Only' The Statesman, 27 January.
3. Rohit Mullick (2005) 'Insurance Man Gets into Act, Exposes Racket' , Indian Express—Chandigarh, Newsline, 12 December; http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=161082 as on 20 March 2006.

ভূমিকা

সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ যে কোনো সফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা। নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়াই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়। বরং সরকারি তরফে যত কর্মসূচি, আইনকানুন, প্রকল্প ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে ও তা নিয়ে কাজ শুরু হচ্ছে সেগুলোর দিকে খেয়াল রাখাও আমাদের কাজ। সরকারি কাজকর্মে জনগণের অংশগ্রহণ এই কাজগুলিকে যেমন উন্নত করে তার পাশাপাশি সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা আসে। সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়? জনগণের দেওয়া করের টাকা সরকার খরচ করে কীভাবে? আবার প্রকল্পগুলি রূপায়ণের পথ ঠিক কি না? সরকার কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে? সরকারি কর্মচারীরা কীভাবে তাদের কাজের জন্য নাগরিকদের কাছে জবাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে? ইত্যাদি বিষয়গুলি জানার প্রয়োজন থাকলেও বাস্তবে নাগরিকরা কীভাবে এই কাজে অংশ নেবে?

এর একটা উপায় হল যে, যেসব সংস্থা জনগণের টাকায় কাজ করে ও জনগণের পরিষেবার কাজ করে তাদের কাছে তথ্য চাওয়া। গত ২০০৫-এর মে মাসে তথ্যের অধিকার আইন (RTI) সংসদে অনুমোদিত হবার পর ভারতের আমজনতার, সরকারের কাছে তথ্য জানার এক বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই আইন মোতাবেক, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সরকারের কাছে রাখা নানা তথ্যের আসল অধিকারী হল জনগণ। যে কোনো সুস্থ স্বাভাবিক সরকারেরই উচিত, নাগরিকরা যাতে সব তথ্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কারণ জনগণের টাকা সরকারি প্রতিনিধিরা কীভাবে খরচ করছে এটা জানার অধিকার জনগণের আছে।

তথ্যের অধিকার আইনের সুবাদে সরকারি কাজকর্ম নিয়ে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে তথ্য বিনিময় খুবই স্বাস্থ্যকর। তথ্যকে গোপন করে রাখার দিন চলে গেছে। কোনো সরকার যে যে তথ্য সাংসদ ও বিধায়কদের দেন, সেই তথ্য জনগণ চাইলে দিতে বাধ্য। শুধু কেন্দ্র নয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সমস্ত সরকার [৪] এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলি এর আওতায় পড়ে। এর মানে দাঁড়ায় গ্রাম-শহর সর্বত্র সরকারি দফতরের কাছে যে কোনো তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন সাধারণ মানুষ।

আগে বিভিন্ন সরকারি দফতরে নানা তথ্যের নানাভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইনে আসার পর এখন স্রোত উল্টোদিকে ঘুরে গেছে। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট — যেখানে তথ্য প্রকাশই শাস্তি ছিল সেখানে তথ্যের অধিকার আইন সরকারকে খোলাখুলি সব বলতে বলছে। আগে সরকারের তথ্য জনগণ ব্যবহার করছে এরকম প্রায় দেখাই যেত না। সেই তথ্য পেতে কোনো বিভাগের অধিকর্তার অনুমোদন দরকার পড়ত। কিন্তু এখন তথ্যের অধিকার আইনের ফলে, সরকারি যা কিছু জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে তার সবকিছু নিয়েই জিজ্ঞাসা করার ও উত্তর জানার অধিকার পেয়েছে জনগণ। এই আইনের

[৪] এখানে ছাড় দেওয়া হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরকে। কারণ গত ২০০৪ থেকেই এখানে রাজ্যস্তরে তথ্যের অধিকার আইন চালু আছে। এই আইনটি আবার, জাতীয় তথ্যের স্বাধীনতা আইন ২০০২ (Freedom of Information Act 2002) - এর ধাঁচে তৈরি। জম্মু কাশ্মীরের মানুষজন, রাজ্যস্তরে তথ্য জানতে তাঁদের নিজেদের আইনটি ব্যবহার করবেন, কিন্তু জানতে চাওয়া তথ্যটি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো সংস্থার হলে, আবেদন করবেন তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ মারফত।

ফলে কোনো সরকারি কর্মচারীর তাঁর অপরাধ আড়াল করার আর সুযোগ নেই। তথ্যের অধিকারের ফলেই সরকারি ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প বা কর্মসূচির সংশোধন হতে পারে, তা আরো সমৃদ্ধ হতে পারে।

তথ্যের অধিকার আইন — অধিকারের লড়াই

জাতীয় স্তরে, তথ্যের অধিকার নিয়ে একটা উপযুক্ত আইন প্রণয়নের জন্য, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও তৃণমূল স্তরের সংগঠন গত ১৯৯০ থেকেই জোরদার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। শেষমেশ, গত ২০০২-এ কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজে হাত দিলেন। নেওয়া হল প্রথম পদক্ষেপ। সংসদে গৃহীত হল তথ্য জানার স্বাধীনতা আইন ২০০২ (Freedom of Information Act, 2002)। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, আইনটি সরকার বলবতই করতে পারেননি। ফলে জনসাধারণের কাছেও এই আইন ব্যবহারের কোনো সুযোগই তৈরি হয়নি।

এরপর যুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (United Progressive Alliance) ২০০৪-এ ক্ষমতায় এলে, তাঁরা তথ্যের অধিকার নিয়ে আরও 'সদর্থক, সহভাগী ও প্রগতিশীল' কাজ করবেন এরকম প্রতিশ্রুতি দিলেন। সরকারের এই কাজের ওপর তদারকি করতে তৈরি হল জাতীয় মন্ত্রণা পরিষদ (National Advisory Council)। আর এই বিষয়ের মূলকথাগুলিকে নিয়ে এক খসড়া করা হল National Campaign for People's Right to Information (NCPRI)-এ। তথ্যের স্বাধীনতা আইন (FOI)-এর পরিমার্জনার জন্য ২০০৪-এর অগস্ট নাগাদ জাতীয় মন্ত্রণা পরিষদ (NAC)-এর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে একগুচ্ছ নতুন সুপারিশ জমা পড়ে। যে সুপারিশের মধ্যে NCPRI, CHRI ও অন্য নানা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নানা প্রস্তাব জুড়ে ছিল। NAC-এর এই সুপারিশের ওপর জোর দিয়েই, কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৪-এর ডিসেম্বরে সংসদে পেশ করেন, তথ্যের অধিকার বিল ২০০৪। এরপর ১১ মে, ২০০৫ বিলটি লোকসভায় অনুমোদিত হয়। ১২ মে, ২০০৫ অনুমোদিত হয়ে বেরিয়ে আসে রাজ্যসভা থেকে। অবশেষে ১৫ জুন'০৫ তথ্যের অধিকার আইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। সারা দেশে সমস্ত নাগরিক কীভাবে এই আইন ব্যবহার করবে তার বিধিব্যবস্থার কাজও ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়। সবশেষে এই আইন চূড়ান্তরূপে বলবত করা হয় ২০০৫-এর ১২ অক্টোবর।

তথ্যের অধিকার আইনকে যদি সত্যিই কার্যকারী করতে হয়, সরকারকে যদি আরো সংগঠিত করতে হয় তবে এই আইনকে, আমাদের সবাইকে আরো ভালো করে, আরো বেশি করে ব্যবহার করতে হবে। এই কথা মাথায় রেখেই CHRI তথ্যের অধিকার বিষয়ক নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

যার মধ্যে আছে :

- কারা কারা এই আইনের আওতায়;
- এই আইন মারফত আমরা কী কী তথ্য পাব;
- কী কী ভাবে, কী কী ধাপে তথ্য পাওয়া যায়;
- জনসাধারণ যদি আবেদন করে তথ্য না পায় তাহলে সে কী করবে; এবং
- কীভাবে জনসাধারণ সরকারকে স্বচ্ছ করতে, আরও সংগঠিত করতে — এই কাজে অংশগ্রহণ করবে।

প্রথম অধ্যায় :
'তথ্য জানার অধিকার' বিষয়টি কী ?

তথ্য জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, যাকে আরো বিভিন্ন ধরনের অধিকার ও দায়িত্বের সমষ্টি হিসেবে ধরা যেতে পারে। যেমন :

- সরকারের কাছ থেকে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে প্রতিটি মানুষের তথ্য জানার অধিকার;
- যদি বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ না থাকে, তবে সেই অনুরোধের সাপেক্ষে তথ্য সরবরাহ সরকারে দায়বদ্ধতা;
- নাগরিকদের অনুরোধের অপেক্ষা না করে, জরুরি তথ্যগুলোকে সরকারি তরফে জনসাধারণের জন্য প্রকাশের সরাসরি দায়বদ্ধ।

ভারতের সংবিধান 'তথ্য জানার অধিকারকে' স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করলেও, সুপ্রিম কোর্ট বহু আগে থেকেই মনে করে, 'তথ্য জানার অধিকার' হল গণতন্ত্রের পক্ষে জরুরি একটি মৌলিক মানবাধিকার।

সুপ্রিম কোর্ট বিশেষভাবে এই 'তথ্য জানার অধিকারকে' সংবিধানে স্বচ্ছভাবে উল্লেখ না করলেও, সুপ্রিম কোর্ট বহু আগে থেকেই মনে করে যে, 'তথ্য জানার অধিকার' সংবিধানের বাক্ স্বাধীনতার অধিকার (আর্টিকল ১৯) ও জীবনের অধিকার (আর্টিকল ২১) এর অংশ।[৫]

তথ্য অধিগত করার অধিকার এটাই মনে করায় যে, সরকারি তথ্য সরকারি দফতরে কুক্ষিগত করে রাখার বিষয় নয়।

তথ্যের 'মালিক' সরকার বা সরকারি দফতর নয়, বরং জনগণের পয়সায় চলা এই সব দফতরের তথ্যের হকদার জনসাধারণই। এর অর্থ, আপনার অধিকার আছে সরকারি কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত, নীতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির তথ্য জানার। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত তথ্য জানার অধিকারও আপনার আছে।

তথ্য জানার অধিকার কিন্তু সর্বার্থে নয়। বেশ কিছু তথ্যকে গোপন রাখতে হয় কারণ, যে তথ্য প্রকাশ করলে জাতির স্বার্থ বিঘ্নিত হবে, যেমন যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীর অবস্থান বিষয়ক তথ্য বা জাতির অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এসব তথ্য নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করেন তাদেরও অধিকার নেই তা প্রকাশ করার। নিদেনপক্ষে, স্পর্শকাতর সময়টি অতিবাহিত না হওয়া অব্দি এই তথ্য প্রকাশ করা হয় না। এর পরেও মূল প্রশ্নটি কিন্তু সবসময়ই একই থাকবে যে, জনগণের স্বার্থেই তথ্যকে গোপন না রেখে তথ্যকে প্রকাশ করা কি বেশি জরুরি নয় ?

---

[৫] বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি বনাম ভারত সরকার, AIR 1973, SC 783, বিষয়ক কে কে ম্যাথুর ঐতিহাসিক রায়। উত্তরপ্রদেশ সরকার বনাম রাজ নারায়ণ, AIR 1975 SC 865। এস পি গুপ্তা বনাম ভারত সরকার AIR 1982 SC 149; ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজ পেপারস (বম্বে) প্রা. লি. বনাম ভারত সরকার (১৯৮৫) 1SCC 641; ডি কে বসু বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৯৭) 1SCC 216; রিল্যায়েন্স পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজলেটার বম্বে প্রাইভেট লিমিটেড মালিকগোষ্ঠী AIR 1989 SC 190.

দ্বিতীয় অধ্যায় : তথ্য জানার অধিকার আইনটি কীভাবে আমাকে সাহায্য করবে ?

'তথ্য জানার অধিকার' আইনটি, একজন নাগরিক ব্যবহার করবেন — সরকারের থেকে কী কী অধিকার, পরিষেবা, সুযোগ তার প্রাপ্য, সেই নিরিখে। এই আইন আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই আইন হয়তো নতুন বিদ্যুৎ বা জলের সংযোগ দিতে পারবেনা, কিন্তু আপনার আবেদনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক কে, কতদূর কাজ এগোল, নতুন সংযোগ সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী সময় কি অতিক্রান্ত, যদি তা হয় তবে এই দেরীর কারণ কী — এইসব তথ্য বার করতে সাহায্য করবে।

জন শুনানি পূর্তকাজের স্বচ্ছতা আনল [৬]

২০০২ সালে পরিবর্তন বলে দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজ্যস্তরে আইনটি (দিল্লির তথ্যের অধিকার আইন ২০০১) ব্যবহার করে পূর্ব দিল্লির দুটো কলোনির পূর্ত কাজকর্মের খবর জানতে চেয়েছিল। এই সংগঠন তখন এরকম ৬৮টি পূর্তকাজের তথ্য খতিয়ে এক বিপজ্জনক অবস্থা দেখেছে। দেখেছে দুর্নীতি এক সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। বেশিরভাগ কাজই কাগজে কলমে আছে, বাস্তবে নেই। যেমন ধরুন ১০টা চুক্তিতে বলা আছে যে, ২৯টা হ্যান্ডপাম্প ইলেকট্রিক মোটরসহ লাগানো হয়েছে। কিন্তু ওখানকার মানুষজন বলছেন যে হ্যান্ডপাম্প লেগেছে আদতে ১৪টি। রাস্তার ড্রেনগুলোয় ২৫৩টা লোহার গ্রেটিং লাগানোর জন্য টাকা মেটানো হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল গ্রেটিং লেগেছে মাত্র ৩০টি। পরিবর্তনের তদন্ত থেকে বেরিয়ে এল যে তা ৬৮টি পূর্ত কাজের জন্য যেখানে বরাদ্দ করা হয়েছিল ১.৩ কোটি টাকা সেখানে ৭০ লক্ষের কোনো হিসেবই বাস্তবে নেই।

এই তথ্য নিয়ে পরিবর্তন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্য সচিব, দিল্লির প্রশাসনিক সংস্কার সচিব ও পুরসভার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে এই সব অপরাধের জন্য শাস্তি দাবি করল। ২০০৪-এর মে মাসে পরিবর্তনের রুজু করা এক অভিযোগের ভিত্তিতে দিল্লি হাইকোর্ট, দিল্লি পুলিশকে এই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখতে বলেন। ফলস্পরূপ, সীমাপুরি এলাকার পুরপিতা তাঁর এলাকার সমস্ত পূর্তকাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের পক্ষে পরিবর্তনকে আশ্বাস দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে, প্রতিটি কাজের হিসেবনিকেশ ও নকশার কপি কাজ শুরু করার আগে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর তা আবার তদারকির নির্দেশও দেওয়া হয়। এই পুরপিতা পরিবর্তন এলাকার জনসাধারণকে এই কাজের ভুলত্রুটি শনাক্ত করার অধিকার দেন এবং কাজের ভুলভ্রান্তি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বরাদ্দ অর্থ প্রদান বন্ধ রাখা হবে বলে জানান।

---

[৬] পরিবর্তন (২০০২) ''শহরে জন শুনানি প্রথম সংগঠিত করে পরিবর্তন'' : http ://www.parivartan.com/jansunwais.asp#parivartan%20first%20Urban%20Jansunwai as on 20 March 2006.

অনেক ক্ষেত্রে এই আইন জাদুর মতো কাজ করেছে। কয়েকমাস পড়ে থাকা জল বা বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন এক সপ্তাহের মধ্যে করে দেওয়া হয়েছে। খারাপভাবে তৈরি রাস্তা ১০দিনে ভালো হয়েছে। মাসের পর মাস ডাঁই হয়ে থাকা ময়লা, প্রতিদিন সকালে পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়েছে। অনেক সরকারি আধিকারিকের মনে ভয় ধরেছে জনগণের জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার এই আইনের বাধ্যবাধকতার জন্য। এই আইনের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার, অনেক সমস্যার সমাধানের সুযোগ করে দিয়েছে। যেমন ঃ

- যাঁদের রেশন কার্ড আছে তাঁরা রেশন দোকানের মজুত মালের পরিমাণ ও বিক্রির খাতাপত্র দেখতে পারেন এবং খাদ্য দফতরকে বাধ্য করতে পারেন অনুসন্ধান করতে যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণ রেশন পাওয়া যাচ্ছে কিনা অথবা ভুয়ো রেশন ওঠানো হচ্ছে কিনা;
- অভিভাবকেরা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলির কাছ থেকে অনুদানের বিশদ বিবরণ ও অনুদান ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা জানতে পারেন। বা ভর্তি ঠিক নিয়মে হচ্ছে, নাকি ঘুষের প্রয়োগ হচ্ছে যে কথাও জানতে পারেন;
- ছোট ব্যবসায়ীরা জানতে পারেন, সরকার কোন্ কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে লাইসেন্স দেয়, কর মকুব করে বা ভরতুকি দেয় ও কারা এই সুবিধাগুলি পায়। তাঁরা, এইসব যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা যথাযথ উপায়ে আবেদন করেছিলেন কিনা তাও পরখ করে দেখতে পারেন;
- বেকার বা কর্মপ্রার্থীরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা কী, তাঁদের করা আবেদনের অবস্থাই বা কী অথবা অপেক্ষমাণ তালিকার হালফিল ছবিটা কী ?
- কেউ দেখে নিতে পারেন, তাঁদের আবেদনের পর কাজ কতদূর এগিয়েছে। যেমন নতুন জল ও বিদ্যুতের আবেদনের অবস্থা, কোন্ কোন্ আধিকারিকের কাছে কাগজপত্র কতদিনের জন্য ছিল ও তাঁরা কতদূর কাজ এগিয়েছেন ইত্যাদি।

আপনি যদি সমাজ মনস্ক হন, তাহলে জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি আপনার জানতে ইচ্ছে হতে পারে এবং সরকারের কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যেমন আপনি জানতে পারেন :

- কোন্ সরকারি হাসপাতাল কতজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, কী কী কারণে। এছাড়া, চিকিৎসক ও সেবিকার সংখ্যা অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে কত কম;
- সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষকদের দৈনিক উপস্থিতির হার কত;
- স্থানীয় জেলখানার স্থান সঙ্কুলানের নিরিখে যতজন বন্দি রাখা যায় তার থেকে কত বেশি কয়েদি রাখা হয়েছে;
- পরিবেশগত সমস্যাগুলো পরীক্ষা করতে পরীক্ষকরা কতদিন পরপর কারখানা পরিদর্শনে আসেন;
- কতজন ঠিকাদার পুর প্রতিষ্ঠানগুলোর কালো তালিকাভুক্ত ও সেই কালো তালিকার ঠিকাদারদের মধ্য থেকে কতজনকে জনসাধারণের কাজে ঠিকা দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : কাদের কাছ থেকে আমি তথ্য পাব ?

তথ্য জানার অধিকার আইন ভারতের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার জন্য প্রযোজ্য (কেবল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে। এই রাজ্য, সংবিধানের ৩৭০ ধারায় বিশেষ রাজ্য বলে ঘোষিত)[৭]। তথ্য জানার অধিকার আইন বলে কোন্ কোন্ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে, আর কাদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না তা বলে দেওয়া আছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আছে তারা জনসাধারণের তথ্য বিষয়ক আবেদন ও সেই মাফিক পদক্ষেপ নিতে আধিকারিক নিয়োগ করবে বলা আছে সেকথাও।

কোন্ কোন্ সংস্থা এই আইনের আওতাধীন

''জন কর্তৃপক্ষ'' বা পাবলিক অথরিটির কাছে রক্ষিত তথ্য দেখার ও সংগ্রহ করার অধিকার আইনটি দিয়েছে। জন কর্তৃপক্ষ হিসেবে যে যে সরকারি সংস্থাগণ সেগুলো হল :

- সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নির্ধারিত;
- লোকসভা বা বিধানসভার গৃহীত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত;
- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিফিকেশন বা আদেশ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত;
- রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে অধীনস্থ, নিয়ন্ত্রিত, অধিকৃত বা পর্যাপ্ত অনুদানপ্রাপ্ত। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেগুলো সরকার থেকে পর্যাপ্ত অনুদানপ্রাপ্ত।

''জন কর্তৃপক্ষ'' সংজ্ঞাটি এই আইনে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ানো হয়েছে যাতে সর্বাধিক সংখ্যক সংস্থাকে এই আইনের আওতায় রাখা যায়। এতে সরকারের সমস্ত স্তরই এই আইনের আওতায় এসেছে যেমন ব্লক, মহকুমা, জেলা অফিস, জেলা শাষকের অফিস, পুরসভা, সচিবস্তরে সমস্ত সরকারি দফতর, তার সচিবালয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা। একই সাথে পঞ্চায়েতী রাজের অধীনে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত - সবার কাছেই জনগণ তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। আইনটির বিশেষত্ব হল, যে সমস্ত বেসরকারি সংস্থা সরকারি অনুদান পায় তারাও এর মধ্যে আছে। অর্থাৎ জনগণের পয়সা যেখানে বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরও কাজকর্ম জনগণ খতিয়ে দেখতে পারেন। বেসরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, হাসপাতাল ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি যারা সরকারি প্রকল্প রূপায়িত করছে তারাও এই আইনের আওতায় পড়বে ও তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

---

[৭] ৪ নং নোট দেখুন

[৮] ধারা ২ (জ) তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ (আলাদা করে বিশেষ কিছু কোনো ধারায় বলা না থাকলে, প্রাসঙ্গিক অন্য ধারাগুলোও দেখা যেতে পারে)

কিছু সংস্থা এই আইনের এক্তিয়ারের বাইরে আছে ? [৯]

দুর্ভাগ্যবশত, এখনো কিছু সংস্থা আছে, যারা এই আইনের আওতায় পুরো পড়েনি। ২২টি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থাকে এই আইন আওতার বাইরে রেখেছে এবং রাজ্যগুলোকেও বলেছে একই মর্যাদাসম্পন্ন সংস্থাগুলোকে এই আওতার বাইরে রাখতে। তবে এই আইনে বলা আছে যে, যেসব ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলির মধ্যে কোনোটির বিরুদ্ধে দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আসবে সেক্ষেত্রে, এইসব সংস্থার কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করা যেতে পারে। কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, আবেদনের ৪৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনের অনুমতি থাকলে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

সংস্থাটির মধ্যে কার সাথে আমি যোগাযোগ করবো ?

প্রকৃতপক্ষে একটি সরকারি সংস্থার যে কোনো ব্যক্তিই আপনাকে আপনার আবেদন জমা দিতে সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু জনসংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে দুই প্রকার আধিকারিককে এই আইন নিযুক্ত করে :

ক. জন তথ্য আধিকারিক (PIO)

খ. সহকারী জন তথ্য আধিকারিক (APIO)

- **জন তথ্য আধিকারিক :** সকলপ্রকার কেন্দ্রীয়, রাজ্য স্তরে ও স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসে জন তথ্য আধিকরিকরা থাকবেন। তাঁদের দায়িত্ব হল কোনো আবেদন গ্রহণ করা ও সেটিকে পরবর্তী ধাপের পদক্ষেপের জন্য পাঠানো।[১০] তাঁদের বাড়তি দায়িত্ব হল, আবেদনকারীর আবেদন লিখতে অসুবিধে হলে সাহায্য করা। নির্দিষ্ট অফিসের নোটিশ বোর্ডে অথবা প্রকাশ্য স্থানে এবং ওয়েবসাইটে জন তথ্য আধিকারিকের নাম লিখে জানাতে হবে।

- **সহকারী জন তথ্য আধিকারিক :** আইন অনুযায়ী এরা থাকবেন মহকুমা এবং তার পরবর্তী স্তরের অফিসে। যাঁদের কাজ হল আবেদন গ্রহণ করা ও নির্দিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকের কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া। যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বা জেলা বা রাজ্য স্তরের প্রধান অফিসের থেকে দূরে বসবাসকারী কোনো মানুষের আবেদনপত্র জমা দিতে বা খোঁজখবর নিতে কোনো অসুবিধে না হয়। তবে সহ আধিকারিকের তথ্য সরবরাহ করার কোনো দায়িত্ব নেই। সে দায়িত্ব হল জন তথ্য আধিকারিকের।[১১] কিন্তু তথ্যটি যাতে সহজে সংগ্রহ করা যায় এই ব্যাপারে সহ তথ্য আধিকারিক সাহায্য করবেন।

---

[৯] ধারা ২৪

[১০] ধারা ৫ (১)

[১১] ধারা ৫ (২)

জন তথ্য আধিকারিকরা আপনাকে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য ঘোরাতে পারেন না

কিছু মন্ত্রক বা দফতরে একাধিক জন তথ্য আধিকারিক থাকেন। আবেদনকারী অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, যখন একজন আধিকারিক তাকে আর একজনের কাছে ঠেলে দেন। উদাহরণস্বরূপ দিল্লি উন্নয়ন নিগম (ডিডিএ) ৪০ জনকে জন-তথ্য আধিকারিক রূপে নিয়োগ করেছে, প্রতিটি আধিকারিকের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে চাওয়া তথ্যটি যদি দুজন জন-তথ্য আধিকারিকের ক্ষেত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়, তখন অনেক সময় আবেদনকারীকে একাধিকবার আবেদন দিতে বা বিনিময় মূল্য দিতে বাধ্য করা হয়। এটা বেআইনী। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন জানিয়ে দিয়েছে যে, দিল্লি উন্নয়ন নিগমের প্রতিটি আধিকারিক সব ধরনের আবেদন নিতে বাধ্য থাকবে বিষয় নির্বিশেষে।[১২] সাধারণত কোনো দফতরের তথ্য আধিকারিকরাই, একসঙ্গে মিলে নিজেদের মধ্যে একজনকে ঠিক করতে পারেন, যিনি সব ধরনের আবেদনপত্র একাই গ্রহণ করবেন। তবে সেগুলো যে যে বিষয়ে নির্দিষ্ট আধিকারিকের সেই সেই নির্দিষ্ট আবেদন নিয়ে কাজ করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশজুড়ে ডাক বিভাগগুলোয় সহকারী জন তথ্য আধিকারিক রেখেছেন, যাদের কাছে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্তব্য তথ্যের জন্য আবেদন জমা দেওয়া যাবে। এই আধিকারিকেরা আবেদনগুলো সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকদের পাঠাবেন। ডাক বিভাগের সহকারী জন তথ্য আধিকারিকদের পুরো তালিকা http://right to information.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

[১২] কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন (২০০৬) অ্যাপিল নং ১০/১/২০০৫-CIC, ২৫ ফেব্রুয়ারি : www.cic.nic.in as on 20 March 2006.

চতুর্থ অধ্যায় : কী তথ্য আমি পাব ?

কয়েকটি ব্যতিক্রম (যেমন স্পর্শকাতর বিষয়গুলি) বাদ দিলে - এই আইনটিতে সমস্ত তথ্যই প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। কার্যত এর অর্থ হল, সরকারি সংস্থাগুলির কাছে যা তথ্য থাকে প্রায় সমস্তটাই জনগণের জানার আওতায় রাখা হয়েছে।

কী কী তথ্য পাওয়া যাবে ?

সরকারের কাছে নানা ধরন-ধাঁচে ও মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য রাখা থাকে যেমন, দলিল, দস্তাবেজ, ফাইল, ফাইলের নোট, মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোফিসে, ফ্যাক্স, কাগজপত্র, ইমেল, প্রতিবেদন, প্রেসনোট, আদেশনামা, চুক্তিপত্র, নমুনা, মডেল, বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রাখা তথ্য, কমপিউটার থেকে প্রস্তুত করা অথবা অন্য মাধ্যমে রাখা তথ্য এবং সরকারি সংস্থার অধীনে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য। এসবই আপনি দেখতে এবং পেতে পারেন।[১৩]

তথ্যের অধিকার আইন মাফিক আপনি যা পাবেন -

তথ্য ও নথি পরীক্ষার অধিকার

আপনি যে কোনো কাজকর্ম, কাগজপত্র ও কার্যবিবরণী সরাসরি দেখতে পারেন। যেমন আপনি কোনো সেতু নির্মাণ বা হ্যান্ড পাম্প স্থাপন নিয়ে তথ্য দেখতে ও চাইতে পারেন। আর মিলিয়ে নিতে পারেন যে সঠিক মাপজোক মেনে কাজ হচ্ছে কী না। এছাড়াও সরকারি নথিপত্র দেখেশুনে যে কটি নথি আপনার প্রয়োজন কেবল সেগুলিই সংগ্রহ করতে পারেন। এতে খরচ বাঁচবে। [১৪]

শংসাপত্রের পাওয়ার অধিকার

আপনি চাইলে কোনো বিবরণী বা নথির শংসাপত্র বা সার্টিফায়েড কপি পেতে পারেন। নথিপত্রের অংশের প্রতিলিপি নিতে পারেন বা তা থেকে নোট নিতে পারেন।[১৫]

নমুনা বা মডেল পাওয়ার অধিকার

আপনি চাইলে সরঞ্জাম বা মডেলের শংসায়িত নমুনা বা সার্টিফায়েড স্যাম্পল নিতে পারেন। যেমন আপনার বাড়ির সামনের রাস্তা তৈরির উপাদানের নমুনা পেতে পারেন। মিলিয়ে দেখে নিতে পারেন যে, চুক্তি অনুযায়ী সঠিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। [১৬]

---

[১৩] ধারা ২ (চ) এবং ২ (ঝ)
[১৪] ধারা ২ (ঞ) (১)
[১৫] ধারা ২ (ঞ) (২)
[১৬] ধারা ২ (ঞ) (৩)

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের অধিকার

আপনি সিডি, ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট অথবা অন্য কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাখা তথ্যের প্রিন্ট পেতে পারেন। আইনটির বিস্তৃতি অনেকটাই যার ওপর ভিত্তি করে নতুন প্রযুক্তির তথ্যও আপনি পেতে পারেন।[১৭]

আপনি সরকারি দফতরের কাছে বেসরকারি সংস্থার তথ্যের জন্যও আবেদন করতে পারেন

সরকারি দফতরের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করা ছাড়াও, এই আইন বলে আপনি যেসব বেসরকারি সংস্থা কোনো সরকারি দফতরের সঙ্গে কাজের সূত্রে জড়িত তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। যেমন ধরুন, শিল্প কারখানার পরিবেশ বিষয়ক বিবৃতি বা এনভায়রনমেন্টাল স্ট্যাটাস জমা করতে হয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের অধীনস্থ রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছে। দূষণ কমাতে ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা নিয়ে সেই নির্দিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ কী ভাবছে সেটা বুঝতেই এই বিবৃতি চাওয়া হয়। আপনি তথ্যের অধিকার আইনমাফিক এক্ষেত্রে ওই তথ্য চাইতে পারেন। সরকারি সংস্থাটি সাধারণত শিল্প কারখানাগুলো থেকে এই তথ্য চায় না। কিন্তু আপনি যদি এই তথ্য চান তবে তাদের কাছে তথ্য নেই বলে আপনার আবেদন এড়িয়ে যেতে পারে না। আপনার এই আবেদন এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংস্থাটিকে বাধ্য করবে তাদের কর্তব্য পালনের জন্য।

এমন কিছু তথ্য আছে কি, যা পাওয়ার অধিকার নেই ?

যদিও তথ্য জানার আইনটি আপনার এক বিশাল তথ্য সম্ভার পাওয়ার অধিকার দেয়, তবু আপনি কিছু সংবেদনশীল তথ্য পাবেন না। কারণ তা জনগণের ভাল করার চেয়ে ক্ষতিই বেশি করতে পারে। এই আইনে এরকমই বিশেষ কিছু ক্ষেত্রকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে,[১৮] যেমন -

ক. যে তথ্য প্রকাশ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা, ভারতের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে অথবা কোনো অপরাধকে সক্রিয় করতে পারে;

খ. যে তথ্য কোনো কোর্ট আইন বা ট্রাইবুনালের নিষেধে প্রকাশিত করতে মানা আছে অথবা প্রকাশ পেলে কোর্টের বিরুদ্ধাচারণ হতে পারে;

গ. যে তথ্য প্রকাশ হলে লোকসভা বা বিধানসভার বিরুদ্ধাচারণ হয়;

ঘ. এমন তথ্য যা প্রকাশ করলে তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, কোনো সংস্থার ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক স্বার্থ, মেধাস্বত্ব, ব্যবসার মন্ত্রগুপ্তি ইত্যাদি বিঘ্নিত হতে পারে সেরকম কোনো তথ্য আপনি পাবেন না;

ঙ. তথ্য এমন মানুষের কাছে আছে যিনি অপরের আস্থাভাজন, (যেমন ডাক্তার/রোগী ও উকিল/মক্কেল সম্পর্ক);

---

[১৭] ধারা ২ (ঞ) (৪)

[১৮] ধারা ৮ (১) ও ৯

চ. পারস্পরিক বিশ্বাস ও গোপনীয়তার শর্তে যে তথ্য বিদেশি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে;

ছ. যে তথ্য প্রকাশ পেলে কোনো মানুষের প্রাণহানি বা শারীরিক ক্ষতি হতে পারে;

জ. বিভিন্ন কাগজপত্র যার মধ্যে মন্ত্রী, সচিব ও আধিকারিদের সুচিন্তিত পরামর্শ (ফাইল নোটিং) নথিভুক্ত আছে। যদিও এবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর ওই তথ্য প্রকাশিত হতে পারে;

ঝ. যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা কেবলি ব্যক্তিগত তথ্য, যা প্রকাশিত হলে কোনো জনস্বার্থ রক্ষা হবে না উপরন্তু ব্যক্তি স্বার্থ হানির সম্ভাবনা থাকবে;

ঞ. রাষ্ট্র ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কপিরাইট বিষয়ক তথ্য।

অবশ্য এই ছাড় অসীম নয়। যদিও আপনার করা আবেদন আইন অনুযায়ী ছাড়ের আওতায় থাকলেও যদি দেখা যায় যে আপনি যে তথ্য চাইছেন তা প্রকাশ হলে জনকল্যাণ হবে তাহলে সেই তথ্য প্রকাশ করা যাবে। এটা সবধরনের ছাড় পাওয়া তথ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন সরকার ও বিদেশি কোম্পানিগুলির সাথে হওয়া চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই চুক্তি করতে গিয়ে যদি ঘুষ ও দালালি ইত্যাদির মাধ্যমে চুক্তিটি হয়ে থাকে তবে জনস্বার্থেই এই চুক্তির বিবরণ প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৯] কারণ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের যন্ত্রপাতি নেওয়া হয়েছে কিনা অথবা গুরুত্বপূর্ণ লোকদের ঘুষ দিয়ে বশ করা হয়েছে কিনা এই সমস্ত তথ্য কখনই অনধিকারের দোহাই দিয়ে আটকানো যাবে না।

লোকসভা যেসব তথ্য পেতে পারে, সে তথ্য আপনিও পেতে পারেন

এই আইন অনুযায়ী, যে তথ্য লোকসভা বা বিধানসভা পেতে পারে, তা কখনোই আপনার পেতে বাধা নেই।[২০] কোনো তথ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে, যদি সেটি লোকসভা বা বিধানসভা পায় তবে তা আপনাকেও দেওয়া যেতে পারে।

আইনে বলা হয়েছে সব গোপনীয় তথ্যের উপরই অনন্তকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না। কখনও কখনও একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনো একটি গোপনীয় তথ্যের প্রকাশে কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যেমন, আজকের জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য আজ থেকে ১০-১২ বছর পর সংবেদনশীল নাও থাকতে পারে। সেই কারণেই এই আইন ২০ বছর পর যে কোনো তথ্য জানার অধিকার দেয়।[২১]

---

[১৯] ধারা ৮ (২) Public interest override নিয়ে আরও জানতে পৃঃ ২৫ এর বক্স দেখুন

[২০] ধারা ৮ (১)

[২১] ধারা ৮ (৩)

পঞ্চম অধ্যায় : কোন্ কোন্ তথ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশ করা উচিত ?

তথ্য জানার অধিকার আইনটি সমস্ত সরকারি সংস্থাকে কোনোরকম আবেদনের অপেক্ষা না করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অনেক দরকারি তথ্য প্রকাশ করতে নির্দেশ দেয়। এই আইন মনে করে, কোনো বিশেষ আবেদনের অপেক্ষা না করে জনসাধারণের পক্ষে বৃহদর্থে মঙ্গলদায়ক ও কার্যকারী তথ্যগুলি নিয়মিত প্রকাশিত করতে হবে। অন্যভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়, জনগণ ও সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সংস্থাগুলোকে যতটা সম্ভব তথ্য জনগণের উদ্দেশ্যে জানাতে হবে।

অংশগ্রহণ সহায়ক তথ্য

তথ্য জানার অধিকার আইনের চতুর্থ ধারা বলছে, সরকারি সংস্থাগুলোকে ১৭ রকম তথ্য প্রকাশ করতে হবে তার [২২] এবং নিয়মিত পরিমার্জনা করতে হবে।[২৩] এই তথ্যগুলি হল :

সংস্থাটির গঠন - সেটির কাজ, দায়িত্ব, ক্ষমতা, আধিকারিদের দায়িত্ব, কর্মীদের নামের তালিকা, তাদের প্রাপ্ত বেতন।

যেমন, কোনো সংগঠনের বিস্তারিত তথ্য তালিকা, দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম, তাঁদের কাজ ও ক্ষমতার এক্তিয়ার ও তাঁদের বেতনের পরিমাণ।

কার্যপদ্ধতি - সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি, নীতি, নিয়ম ও কী ধরনের নথিপত্র সংস্থাটি রাখে।

যেমন : রেশন কার্ড দেওয়ার সরকারি নিয়মকানুন বা বার্ধক্য ভাতা বা ভিসা দেওয়ার নিয়ম। এককথায় আইন, নিয়মবিধি, অভ্যন্তরীণ নির্দেশাবলী, মেমো, সার্কুলার ইত্যাদি যা কিছু কোনো সরকারি সংস্থার রোজকার কাজকর্ম পরিচালনায় যুক্ত।

অর্থনৈতিক পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আর সংস্থাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কাজকর্মের প্রণালী পদ্ধতি সমূহ -

কাজের রীতিপদ্ধতি, আয় ব্যয়ের হিসাব, ভরতুকিতে চলা কোনো কাজের জন্য কত টাকা নির্ধারিত করা হয়েছে ও তার সম্পর্কে বর্ণনা, কারা কারা ভরতুকিগত প্রকল্পগুলোর উপকার পাবে, তাদের প্রাপ্য ভরতুকি ও সংস্থাটির দেওয়া আজ্ঞাপত্রের বিশদ বর্ণনা।

যেমন, খরচের হিসেবনিকেশ, অনুদান বা অর্থ সাহায্য যা সরকারি সংস্থাটি পায়, দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষজনের নাম তালিকা। গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পগুলির নিয়মিত পরিমার্জনা, কর্ম সংস্থান প্রকল্পে কাজ পাওয়া মানুষজনের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, শিল্পের লাইসেন্স যাঁরা পেয়েছেন তাদের নাম, পঞ্চায়েতের বাজেট।

[২২] ধারা ৪ (১)

[২৩] ধারা ৪ (২)

জনসাধারণের সাথে সংস্থার আলাপ-আলোচনার জায়গা : নীতি নির্ধারণে এবং তার প্রয়োগে জনগণের যোগদান বিষয়ে তথ্য এবং সরকারি বোর্ড, কমিটি কাউন্সিল ও উপদেশ-সভার পরিচয়।

যেমন, পঞ্চায়েত ও পুরসভার বিশেষ বিশেষ কাজের কমিটির পরিচয়, সংসদীয় নানা কমিটি, তদন্ত কমিটি, বিভাগীয় ক্রয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি, কারিগরি পরামর্শ পর্ষদ।

তথ্য প্রাপ্তির নির্দেশিকা : একটি অফিসে বিভিন্ন ধরনের তথ্য থাকে নথী হিসেবে ফাইলে অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। এই সব তথ্যের তালিকা, এবং কীভাবে এসব তথ্য পাওয়া যাবে তার বিবরণ। একই সাথে অফিসটিতে কে বা কারা পিআইও বা জন তথ্য আধিকারিক তাদের নাম ও পদের বিবরণ।

যেমন জনসাধারণের সাথে কথা বলার দিন ও সময়, গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ ব্যবহারের সময় এবং তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে যেসব দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আছেন তাঁদের নাম।

এখনই অনেক রাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সংস্থা তাদের ওয়েবসাইট ও অন্যান্য উপায়ে এই ধারা মাফিক সমস্ত তথ্য জানাতে শুরু করেছে। এছাড়াও আপনি www.rti.gov.in পোর্টালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রক ও দফতরগুলির স্বেচ্ছা-বিবৃতি দেখে নিতে পারেন। সরকারি সংস্থাগুলিকে দেখতে হবে আইনে ঘোষিত এইসব তথ্য বিশদে প্রকাশ এবং তার ব্যাপক প্রচার হচ্ছে কীনা। কারণ এগুলি ফাইলবন্দি হওয়ার জন্য নয় — জনসাধারণের নাগালে আছে এমন সব মাধ্যমে, যেমন দফতরের নোটিশ বোর্ড, খবরের কাগজ, সরকারি ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে স্থানীয় ভাষায় তথ্যগুলি প্রকাশ করতে হবে।[২৪] প্রতিটি পিআইও বা জন তথ্য আধিকারিকের কাছে কাগজপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সমস্ত তথ্য যাতে সহজে প্রতিলিপিসহ পাওয়া যায়, সব দফতরই সেই ন্যূনতম ব্যবস্থা রাখতে হবে।[২৫]

উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে তথ্য

জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এরকম নানা কর্মসূচি, প্রকল্প, রূপরেখা ইত্যাদি সরকার হামেশাই তৈরি করে, প্রকাশ করে। তথ্য জানার অধিকার আইন সমস্ত সরকারি সংস্থাগুলোকেই নির্দেশ দিয়েছে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য প্রকাশ করতে। এর ফলে নাগরিকরা সরাসরি নীতি নির্ধারণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করতে, কর্মপদ্ধতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝতে এবং গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারবে। আর নির্ধারিত নীতিগুলির সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা তা বুঝতে পারবে।[২৬] উদাহরণ হিসেবে কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বাঁধ নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের নকশা অথবা দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির যৌক্তিকতাকে খতিয়ে দেখাকে বলা যায়।

---

[২৪] ধারা ৪ (২), (৩) এবং (৪)

[২৫] ধারা ৪ (৪)

[২৬] ধারা ৪ (১) (খ)

সরকারি সংস্থাগুলির কাজ জনসাধারণের যে যে অংশের জন্য, তাদের সামনে ওই সংস্থাকে কাজকর্মের সপক্ষে যুক্তি পেশ করতে হবে।[২৭] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নাগরিকের জন্য কোনো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সুবিধে বন্ধ করে দিলে তাকে সেজন্য সংস্থার পক্ষ থেকে লিখিত কারণ জানানো আবশ্যক। সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করতে হবে, যাতে সমগ্র জনসাধারণ, দেখতে পারে সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল ছিল কিনা।

আইনের চতুর্থ ধারার অন্তর্গত কোনো তথ্যের জন্য ফি লাগবে না

স্বেচ্ছা-বিবৃতি হিসাবে যে সব তথ্য জনগণের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রকাশ করা উচিত, সে বিষয়ে জানতে হলে কোনো আবেদন করতে হবে না বা দাম দিতে হবে না। যেহেতু কোনো আবেদন নয় তাই ৩০ দিন অপেক্ষাও করতে হবে না। তথ্যটি সরকার আপনার সামনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপস্থিত করতে বাধ্য। এই তথ্যের কোনো প্রতিলিপি চাইলে পয়সা লাগবে ঠিকই। কিন্তু কেবল কাগজপত্র যাচাই করে দেখার জন্য কোনো খরচই দিতে হবে না। সরকার পক্ষের কোনো আধিকারিক যদি কোনোভাবে আবেদনের জন্য ফি দিতে বলেন, তবে তাকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কাছে জানতে বলুন, আপনার চাওয়া তথ্যের জন্য কোনো ফি দিতে হবে কীনা। আমরা নিশ্চিত যদি ৪ নং ধারা অনুযায়ী কোনো তথ্য চাওয়া হয় তবে তার জন্য কোনো ফি দেওয়ার দরকার নেই বলে তারা নির্দিষ্ট আধিকারিককে জানাবেন।

[২৭] ধারা ৪ (১) (গ)

ষষ্ঠ অধ্যায় : আমি কীভাবে তথ্যের জন্য আবেদন করবো ?

স্বেচ্ছা-বিবৃতিতে যেসব তথ্য সরকার প্রকাশ করে না, যেমন আপনি যদি জানতে চান আপনার সাংসদ তাঁর স্থানীয় তহবিল কেমনভাবে খরচ করছেন, কী পরিমাণ টাকা রাস্তা ও নিকাশি মেরামতে ধার্য হয়েছে, অথবা কোনো মন্ত্রক অফিস সাজানো গোছানো জন্য কত খরচ হয়েছে। তবে তার জন্য তথ্যের অধিকার আইন অনুয়ায়ী আপনাকে লিখিতভাবে নির্দিষ্ট জন কর্তৃপক্ষ বা পাবলিক অথরিটির কাছে আবেদন করতে হবে।[২৮]

প্রথম ধাপ : সরকারি সংস্থাটিকে খুঁজে বের করা, যার কাছে তথ্য আছে

কোন জন কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার প্রার্থিত তথ্যটি আছে সেই কর্তৃপক্ষের নাম প্রথমে আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে। এই খুঁজে বার করার কাজে যদি আপনি নিশ্চিত না হন, তবে একটা সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করুন, যাদের কাছে তথ্য থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন। তবে যদি আপনি ভুল দফতরে আবেদন করেন, তাহলেও আপনার দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কারণ এই আইন মোতাবেক, আপনার আবেদন অনুযায়ী তথ্য যদি যে দফতরে আবেদনটি পাঠিয়েছেন তাদের কাছে না থাকলেও তারা আপনার আবেদনটি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আবেদন পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে সেটি সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে তারা বাধ্য।[২৯] যদি আপনার আবেদনটি অন্য সংস্থার কাছে যায় তবে ওই সংস্থাটি আপনাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবে যে আপনার চাওয়া তথ্যটি তাদের এক্তিয়ারে নেই এবং কোন দফতরে আপনার আবেদনটি পাঠানো হল তার তথ্যও আপনাকে লিখিতভাবে জানাবে। এরপর তথ্যটি যে জন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন তারা ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন অনুযায়ী আপনাকে তথ্য সরবরাহ করবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি জানতে চান আপনার লোকালয় / জনবসতিতে একটা রাস্তা তৈরি করতে ব্যয় বরাদ্দ কত, তবে আপনাকে রাস্তাঘাট ও জন - উন্নয়নে নিযুক্ত স্থানীয় পুরসভায় আবেদন করতে হবে অথবা যদি আপনি আপনার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদনের নিরিখে কাজ কতটা এগোল সে কথা জানতে চান তাহলে আপনাকে বিদ্যুৎ দফতরে দরখাস্ত করতে হবে। আবার আপনার এলাকার দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রে বিনামূল্যে কী কী চিকিৎসা পাওয়া যায় তা যদি জানতে চান তবে আপনাকে স্বাস্থ্য বিভাগে আবেদন করতে হবে।

[২৮] ধারা ৬ (১)
[২৯] ধারা ৬ (৩)

দ্বিতীয় ধাপ : জন কর্তৃপক্ষের কার কাছে আপনার আবেদন জমা দিতে হবে ?

একবার জন কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত হয়ে গেলে আপনাকে ঠিক করতে হবে যে কার কাছে আপনার আবেদন জমা পড়বে ? আপনি যার কাছে আবেদনটি জমা করবেন সেই পিআইও (PIO) বা জন তথ্য আধিকারিক এবং এপিআইও (APIO) বা সহকারী জন-তথ্য আধিকারিকদের তালিকা বিভাগীয় ওয়েবসাইট-এ পাবেন অথবা নির্দিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করে তাদের কাছে জানতে চাইতে পারেন।[৩০] মনে রাখবেন, যদি সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন জমা দেন, তবে ৩০ দিনের সময়সীমা বেড়ে ৩৫ দিন হবে। তথ্যের অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিটি বিভাগ তাদের পিআইও এবং এপিআইওদের তালিকা বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অথবা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রাখতে বাধ্য।

যদিও তথ্যের অধিকার আইনের আওতাভুক্ত প্রতিটি জন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব আবেদন গ্রহণ ও তা সরবরাহের জন্য পিআইও বা জন তথ্য আধিকারিক নিযুক্ত করা। বাস্তবে অনেক সরকারি সংস্থাই এখনো এই তথ্য আধিকারিক নিযুক্ত করেনি। এই অজুহাতে তারা তথ্য সরবরাহের আবেদনও ফিরিয়ে দিচ্ছে। আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটলে, আপনি কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে সরাসরি আবেদন করতে পারেন। নির্দিষ্ট পিআইওর নিযুক্তির দাবি জানাতে পারেন (বিশদে জানতে অষ্টম অধ্যায় দেখুন)। এই আইন বলে, তথ্য কমিশন কেন্দ্র বা রাজ্য স্তরে যে কোনো পিআইও নিয়োগের বিষয়ে নির্দিষ্ট দপ্তরের কাছে জবাব চাইতে পারেন।[৩১]

তৃতীয় ধাপ : স্পষ্ট ভাষায় আবেদনপত্রটি লিখুন

আপনি কাগজ অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ইংরেজি, হিন্দি বা স্থানীয় স্বীকৃত ভাষায় (বাংলা) আবেদনটি লিখতে পারেন।[৩২] লেখার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে আবেদনটি স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত হয়। একবারে সঠিক নথিটি পাওয়ার জন্য, আপনার আবেদনটি যতটা সম্ভব নির্দিষ্টভাবে লিখতে হবে। লক্ষ্য রাখুন, যাতে বাড়তি অদরকারি নথি না আসে। কারণ এর সঙ্গে আপনার অর্থও জড়িয়ে আছে। আবেদনটি নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে লিখলে, জন তথ্য আধিকারিক কোনোভাবেই দুর্বোধ্যতার অজুহাতে আবেদনটি নামঞ্জুর করতে পারবেন না।

---

[৩০] রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থাগুলোয় কারা PIO বা APIO হয়েছেন তা জানতে আপনি ভারত সরকারের http://www.rti.gov.in.as on 31 March 2008 অনুযায়ী RTI পোর্টালও দেখতে পারেন।

[৩১] ধারা ১৯ (৮ (ক) (২)

[৩২] ধারা ৬ (১)

কেন আপনি তথ্য চাইছেন তার কারণ দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই

তথ্যের অধিকার আইনে পরিষ্কার করে বলা আছে তথ্য চাইতে গেলে কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন নেই।[৩৩] এ কথার অর্থ হল, তথ্য জানা আপনার অধিকার। এর জন্য আপনি জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। উল্টে আপনার চাওয়া যে কোনো তথ্য না জানাতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দফতরকে তা পরিষ্কার করে জানাতে হবে কেন আপনি তথ্যটি পাবেন না।

যদিও আইনটিতে আবেদন কীভাবে করতে হবে তার কোনো নির্দিষ্ট ছক বা ফর্ম-এর কথা বলা নেই কিন্তু কিছু রাজ্য সরকার আবেদনের নির্দিষ্ট ছক বা ফর্ম তৈরি করেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কেন্দ্রীয় সরকারের রাইট টু ইনফরমেশন (রেগুলেশন অব ফি অ্যান্ড কস্ট) রুল ২০০৫- নিয়মাবলীতেও কোনো নির্দিষ্ট আবেদন ফর্মের কথা বলা হয়নি। কিছু রাজ্য সরকার কোনো বিশেষ আবেদনপত্রের কথা না বললেও, সুনির্দিষ্ট উপায়ে লেখা আবেদনপত্র চায়।[৩৪] একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন জানিয়েছেন যে, সাধারণ কাগজে লেখা আবেদন আনুষ্ঠানিক আবেদন হিসেবে গৃহীত হবে। যদিও সরকার প্রশাসনিক সুবিধার জন্য, কোনো নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম চালু করতে পারে কিন্তু হাতে লেখা আবেদন পত্র তা নির্দিষ্ট ফর্মের থেকে আলাদা হলেও সেই আবেদনপত্রও গ্রহণ করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ করতে হবে।[৩৫]

চতুর্থ ধাপ : আবেদনপত্র জমা দিন

সম্পূর্ণ করার পর আবেদনটি পাঠান :

- তথ্য ধারক সংস্থাটির যার কাছে আপনি তথ্য চাইছেন সেই তথ্য আধিকারিকের কাছে অথবা;
- সহকারী জন তথ্য আধিকারিক, যিনি মহকুমা অথবা ব্লকস্তরে বা আপনার কাছাকাছি কোনো অফিসে বসেন তার কাছে আবেদনটি জমা দিন বা ডাকে পাঠিয়ে দিন। সহকারী জন তথ্য আধিকারিক সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকের কাছে আপনার আবেদনপত্রটি পাঠিয়ে দেবেন।

আপনি নিজে দফতরে গিয়ে জমা দিন বা ডাকে, ফ্যাক্সে বা ই-মেলে আবেদনটি পাঠাতে পারেন। ডাকে পাঠালে, রেজিষ্টার্ড ডাক বা আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং (UCP) করে পাঠান, যাতে আপনার কাছে প্রমাণ থাকে ও সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিক

---

৩৩ ধারা ৬ (২)

৩৪ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে এই তথ্যের জন্য আবেদন সাদা কাগজেই করা যায়, তবে তাতে ছাপা ফরম্যাটের সবকিছু অবশ্যই জরুরি।

৩৫ NTDV (২০০৬) 'বস্তিবাসীরাও তথ্যের অধিকার পেলেন।' NTDV.com ৮ ফ্রেব্রুয়ারী http://www.ndtv.com/morenews/showmorestory.asp?=category=National&slug=Slum+dweller+%27wins%27+right+to+information&id=84602 as on category in.as on 20 March 2006 অনুযায়ী

অস্বীকার করতে না পারেন। যদি নিজে আবেদনপত্র জমা দেন তবে রসিদ নিতে ভুলবেন না। রসিদে আবেদন গ্রহীতার নাম, স্থান, সময় ও তারিখ যেন লেখা থাকে।

এই আইন অনুযায়ী, কোনো আবেদন মাফিক কর্ম সম্পাদনের আগে, আবেদনের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধার্য অর্থ দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মূল্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ঠিক করেছে। যদি স্বহস্তে জমা দেওয়া হয়, তবে নির্ধারিত মূল্য জমা দিলে জন তথ্য আধিকারিক বা সহকারী জন তথ্য আধিকারিক সঙ্গে সঙ্গেই রসিদ দিয়ে দেবেন। কিছু বিভাগে, এই আধিকারিক টাকা পয়সা নিজে না গ্রহণ করে, অন্য বিভাগে পাঠাতে পারেন। এই মূল্য জমা দেওয়ার জন্য কিন্তু সবক্ষেত্রেই রসিদ নিতে ভুলবেন না। ডাকের মাধ্যমে আবেদন পাঠালে, ডিমান্ড ড্যাফ্‌ট, ব্যাঙ্কার্স চেক, অথবা মার্নি অর্ডারে এই টাকা পাঠানো যাবে। কিন্তু সরাসরি অর্থ দিলে, আবেদনপত্রের সঙ্গে রসিদের প্রতিলিপিও নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবেই আপনি আপনার আবেদন জমা দিন না কেন, আপনাকে আবেদনপত্রের ওপর ১০ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প লাগিয়ে জমা করতে হবে।

তথ্যের জন্য আবেদন করতে হলে কত টাকা দিতে হবে, কীভাবে টাকা দিতে হবে (তথ্য দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর কত মূল্য ধার্য করবে) তা এই আইনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই। আইনে বলা আছে এই নিয়মকানুন সরকার ও জনকর্তৃপক্ষগুলো ঠিক করবে (বিশদে জানতে ৭ নং সংযোজনী দেখুন) কত টাকা দিতে হবে, কীভাবে টাকা দিতে হবে। কিছু রাজ্য শুধু একভাবেই আবেদন ফি জমা নেওয়ার নিয়ম তৈরি করেছে যেমন পশ্চিমবঙ্গ। এখানে শুধু ১০ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প-এর মাধ্যমেই আবেদন ফি জমা নেওয়া হয়। (পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার নিয়মাবলী জানতে ৬৯ এবং ৭২ পৃষ্ঠা দেখুন) তবে সবথেকে ভাল হয় যদি বিভিন্ন ভাবে আবেদন জমা দেওয়া যায়, যেমন ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট, ব্যাঙ্কার্স চেক, পোস্টাল অর্ডার, নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প বা নগদে অর্থ ইত্যাদি। এর সুবিধা হল, আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী আবেদন ফি জমা করার মাধ্যম বেছে নিতে পারবেন।

'দারিদ্রসীমার নীচে' যাঁদের বাস, তথ্য পাওয়ার জন্য তাদের কোনো ফি লাগবে না[৩৬]

যেসব আবেদনকারী দারিদ্রসীমার নীচে আছেন, তথ্য পেতে তাঁদের কোনো খরচ নেই। এইজন্য আবেদনপত্রের সঙ্গে দারিদ্রসীমার নীচে থাকার প্রমাণপত্রের প্রতিলিপি বা দারিদ্রসীমা তালিকায় আবেদনকারীর নাম যে অংশে আছে সেই অংশের প্রতিলিপি জুড়ে দিতে হবে। নাহলে, (যেক্ষেত্রে আবেদনকারী আবেদন হাতে হাতে জমা দেবেন সেক্ষেত্রে) জন তথ্য আধিকারিক আপনার প্রমাণপত্র দেখে আবেদনে লিখে দিতে পারেন যে আপনার অবস্থান দারিদ্রসীমার নীচে।

[৩৬] ধারা ৭ (৫)

আবেদনপত্রের নমুনা

আপনি ঠিক কী জানতে চাইছেন, তা আবেদন পত্রে যেন নির্দিষ্ট করে বলা থাকে। আবেদনপত্রে আপনার নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা, ফোন নম্বর পরিষ্কার করে লিখুন। এতে জন তথ্য আধিকারিকের সুবিধে হবে আপনাকে তথ্য দিতে। তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী একটি নমুনা আবেদনপত্র এখানে তুলে ধরা হল।

প্রতি : জন তথ্য আধিকারিক /সহকারী জন তথ্য আধিকারিক
দফতরের নাম
ঠিকানা

১. **আবেদনকারীর পুরো নাম :** শ্রী অনিন্দ্য রায়

২. **ঠিকানা :** ১০৩, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, প্রান্তিক অ্যাপার্টমেন্ট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০০৩১।

৩. **দূরভাষ :** ২৪৩৬ ৭৪৮৯

৪. **আবেদনের তারিখ :** ১০ মার্চ ২০০৬

৫. **দফতরের নাম :** জন স্বাস্থ্য কারিগরি দফতর

৬. **জানতে চাওয়া তথ্যের বিশদ বিবরণ :** তথ্যের জন্য কখনই একট প্রশ্নে, সবকিছু জানতে চাইবেন না। যেমন যদি বলেন, আমার বাড়ির সামনের রাস্তাটা সারানো হয়নি কেন ? তবে ভাসা ভাসা একটা উত্তর ছাড়া কিছুই পাবেন না। কিন্তু যদি বলা হয় :

ক) ওল্ড বালিগঞ্জের এই নং ওয়ার্ডে বিজনসেতু ট্রাম ডিপো থেকে সাউথ পয়েন্ট অব্দি এলাকার উন্নয়ন খাতে, গত ২ বছরে কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

খ) এই নির্দিষ্ট এলাকার রাস্তা মেরামতির জন্য খরচ হয়েছিল কত এবং ঠিকাদার হিসেবে কে বা কারা ছিল ?

১) কাজ শেষ হয়েছিল কবে ?

২) পরিকল্পনামতো কাজ হয়েছে কিনা, সেটা কোন অফিসার দেখেছে তার নাম ও পদনাম কী ?

৩) কোন সময়পর্বের জন্য তথ্য চাওয়া হচ্ছে ? জানুয়ারি ২০০৭ থেকে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত

৪) কীভাবে তথ্য চাইছেন ? প্রতিলিপি/অকুস্থলে পর্যবেক্ষণ/ কাজের নথি পরখ করা/ তথ্যের শংসায়িতনমুনা বা প্রতিলিপি।

৭. **ধার্যমূল্যে জমার রসিদ সহ ও তারিখ :** রসিদ নং, তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৭

৮. **আবেদনকারীর অর্থনৈতিক অবস্থান কি দারিদ্রসীমার নীচে ? হ্যাঁ / না**
(যদি হয়, তবে এই প্রমাণপত্র এই আবেদনের সঙ্গে জুড়তে হবে)

আবেদনকারীর সই

* এটা একেবারেই একটা সাধারণ নমুনাপত্র। CHRI মনে করে, যে দফতরের যে তথ্য আধিকারিকের কাছে আপনি তথ্য চাইছেন, আবেদনপত্রে তিনি কী কী লিখতে বলেন তা জেনে আবেদন করা ভাল।

পঞ্চম ধাপ : সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা

একবার জন তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদনপত্র বিনিময় মূল্যসহ গ্রহণ করলে ৩০ দিনের মধ্যে তাকে নির্দিষ্ট তথ্যটি প্রকাশ করতে হবে।[৩৭] সহকারী জন তথ্য আধিকারিককে আবেদনপত্রটি জমা দিলে আরো ৫ দিন বাড়তি লাগবে।[৩৮] কিন্তু যেখানে কোনো মানুষের জীবন বা স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে তথ্য দেওয়ার সময়সীমা কেবল ৪৮ ঘণ্টা।[৩৯] যেমন, পুলিশ যদি কোনো লোককে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া ধরে নিয়ে যায়, তবে মানুষটির পরিবার কিংবা তার কোনো ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি পুলিশ বিভাগের জন তথ্য আধিকারিকের কাছে এবিষয়ে তথ্য জানতে চাইতে পারে। এক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিককে দুদিনের মধ্যে জবাব দিতেই হবে। কীভাবে মানুষটির জীবন বা স্বাধীনতা হরণ হয়েছে সেবিষয়ে আবেদনে দু-ছত্র যদি লিখে দেওয়া যায় তাহলে জন তথ্য আধিকারিক এই আবেদন নিয়ে কাজ শুরু করতে কোনোভাবেই দেরি করবেন না।

---

[৩৭] ধারা ৭ (১)

[৩৮] ধারা ৫ (২)

[৩৯] ধারা ৭ (১)

১ নং ফ্লো চার্ট : আবেদন প্রক্রিয়া

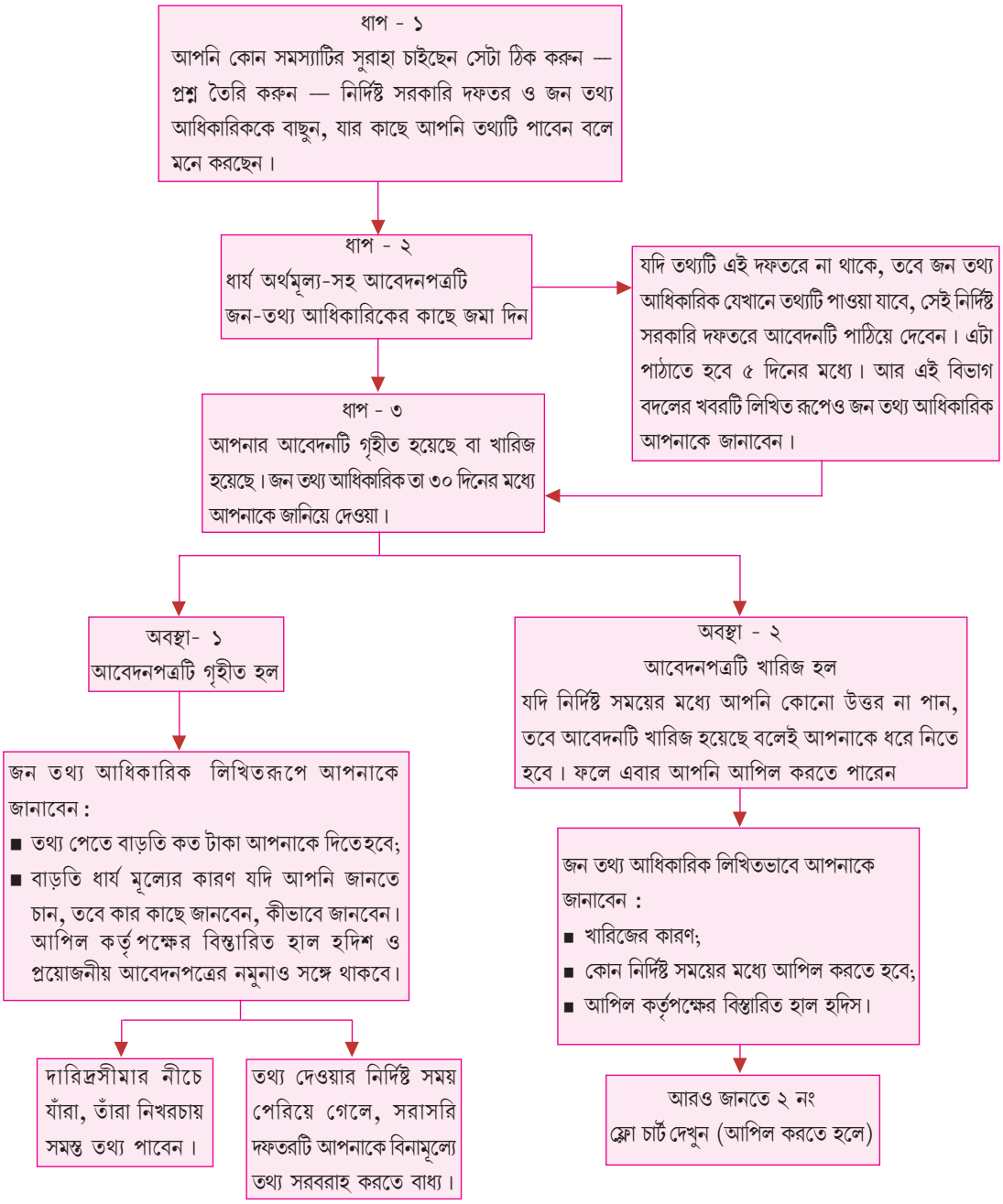

সপ্তম অধ্যায় : কীভাবে আমার আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে

আপনার আবেদন গ্রহণ করার সময়ই জন তথ্য আধিকারিক তখনই সিদ্ধান্ত নেবেন আপনার আবেদন করা তথ্যটি :

ক. আদৌ সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষের কাছে আছে কিনা। না থাকলে নির্দিষ্ট তথ্যটি যে কর্তৃপক্ষের কাছে আছে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। একইসাথে যে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ লিখিতভাবে আপনাকে জানিয়ে দেবেন;

খ. যদি এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ জড়িত গোপন তথ্যের আবেদন থাকে, তবে তথ্যটি দেওয়া হবে কি হবে না তা সেই তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেবেন;

গ. তথ্যের আধিকার আইন অনুযায়ী গোপনীয় কিনা অথবা জনস্বার্থের খাতিরে প্রকাশযোগ্য কিনা ?

যদি তথ্যের আবেদনে 'তৃতীয় পক্ষের' কথা জানতে চাওয়া হয় তাহলে কী হবে

সাধারণভাবে সরকারি দফতরের কাছেই মানুষজন তথ্য চাইবেন। এইসব ক্ষেত্রে কেবল দুটো পক্ষই থাকে, সরকার ও আবেদনকারী। কিন্তু কোনো কোনো সময় আপনার জানতে চাওয়া তথ্যে তৃতীয় কোনো পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। যেমন, যদি কোনো সরকারি দফতরে, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির তথ্য জানতে চান সেক্ষেত্রে এই কোম্পানিকে বলা হবে তৃতীয় পক্ষ।

এই আইন অনুযায়ী কোনো কোনো সময় এই তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি হয়ে পড়ে।
এই ঘটনা তখনই ঘটে যখন :

- **তথ্য আধিকারিক যদি সেই তথ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন; এবং**
- **যদি তথ্যটি তৃতীয় পক্ষকে সংক্রান্ত হয় বা তৃতীয় পক্ষ যদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো তথ্য সরকারের কাছে রাখে; এবং**
- **তৃতীয় পক্ষ যদি তার সেই তথ্যকে গোপন মনে করে।**

এই শেষের কথাটাই আসল। তৃতীয় পক্ষের সম্বন্ধে অনেক তথ্য থাকতে পারে। তবে তার মধ্যে কেবল কিছু তথ্যকেই তারা গোপন বলে মনে করে। যেমন কারা সরকারি ভরতুকি বা পারমিট পেয়েছে, সরকারের থেকে কাজ পাওয়ার বরাতের প্রমাণ ইত্যাদি তথ্যে তৃতীয়পক্ষ জড়িত। যেহেতু এগুলি গোপনীয় নয় সেজন্য এসব তথ্য দিতে তৃতীয় পক্ষের কোনো অনুমতির দরকার পড়ে না। তবে যদি ওপরে উল্লেখ করা তিনটি শর্ত মিলে যায়, তবে আইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলা এক অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন জন তথ্য আধিকারিক আবেদন পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে চিঠি দিয়ে, নির্দিষ্ট তৃতীয় পক্ষকে জানতে চাইবেন কেন তথ্যটি গোপন রাখা হবে।[৪০]

[৪০] ধারা ১১ (১)

চিঠি মারফত খবর পাওয়ার পর, তৃতীয় পক্ষের হাতে থাকে ১০ দিন সময়। যার মধ্যে নির্দিষ্ট তথ্যটি প্রকাশের সম্মতি বা অসম্মতির কথা জানাতে হবে।[৪১] সম্মতিপত্রটি আসুক বা না আসুক, আবেদন গ্রহণের দিন থেকে ৪০ দিনের মধ্যে জন তথ্য আধিকারিককে সিদ্ধান্ত নিতেই হয় যে, আদৌ তিনি তথ্যটি জানাবেন কি না।[৪২] তবে তৃতীয় পক্ষ বাধ সাধলেও তথ্যটি যদি এই আইন অনুযায়ী ছাড় পাওয়া তথ্যের আওতার বাইরে হয় তবে, জন তথ্য আধিকারিক সেই তথ্য দিতে বাধ্য। এরকম বিষয়ে অবশ্য তৃতীয় পক্ষ, নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ না করার জন্য, সংশ্লিষ্ট দফতরের আপিল আধিকারিক বা তথ্য কমিশনের কাছে আপিল করতে পারে (আরো জানতে অষ্টম অধ্যায় দেখুন)।

যদি জন-তথ্য আধিকারিক আপনাকে তথ্যটি সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন

যদি জন-তথ্য আধিকারিক আপনাকে তথ্যটি সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নেন তবে, আপনার আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে তার সিদ্ধান্তের নোটিশ দেবেন। সেই নোটিশে তথ্য পেতে অতিরিক্ত কত অর্থ লাগবে, তাও দেওয়া থাকবে এবং বলা থাকবে, যদি ওই তথ্য পাওয়ার জন্য ধার্য অর্থ আপনার বেশি মনে হয় তবে আপনি আপিল করতে পারেন। একই সাথে আপিল আধিকারিকের বিশদ বিবরণ, সময়সীমা অথবা অন্য কোনো আবেদনপত্র লাগবে কিনা তাও বলবেন।[৪৩] লক্ষণীয় যে, জন-তথ্য আধিকারিক যদি এই অধিকার আইনের উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আপনাকে তথ্য সরবরাহ না করতে পারে, তবে সেই তথ্য আপনাকে বিনা পয়সায় দিতে হবে।[৪৪]

আপনি তথ্য কীভাবে নেবেন তার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন মূল্য ধার্য করেছে। (সংযোজনী ৭ দেখুন)। জন-তথ্য আধিকারিক তথ্য জানানোর যে নোটিশ আপনাকে পাঠাবেন, তাতে কী ভাবে মূল্য ধার্য হল তাও জানাবেন।[৪৫] উদাহরণস্বরূপ আপনার চাওয়া তথ্যের জন্য যদি ১০০০ খানা A4 কাগজ লাগে এবং প্রতিটি কাগজের জন্য খরচা যদি ২ টাকা হয়, ১০০০ X ২ = ২০০০ টাকা দিতে বলবেন। তবে জন-তথ্য আধিকারিকের ক্ষমতা নেই তথ্য সংকলন, সন্ধান ও সম্পাদনার জন্য অতিরিক্ত কোনো অর্থ নেওয়ার। তথ্য পাঠানোর নোটিশে, জন-তথ্য আধিকারিক আপনার চাওয়া তথ্য নির্বিঘ্নে পাঠানোর জন্য আপনাকে অর্থ জমা দিতে বলবেন।

কিছু রাজ্যে যেমন মহারাষ্ট্র ইত্যাদিতে এই তথ্য পাঠানোর খরচটাও নির্ধারিত মূল্যে যোগ করা হয়।[৪৬] কিন্তু আপনি যদি সরাসরি তথ্যটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে চান তাতেও কোনো বাধা নেই।

---

[৪১] ধারা ১১ (২)

[৪২] ধারা ১১ (৩)

[৪৩] ধারা ৭ (৩)

[৪৪] ধারা ৭ (৬)

[৪৫] ধারা ৭ (৩) (ক)

[৪৬] ধারা ৪, মহারাষ্ট্র তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৫

মনে রাখবেন শুধু কাগজে বা অন্য কোনো মাধ্যমে তথ্য পাওয়া নয় আপনি সরাসরি তথ্য খতিয়ে দেখে তারপর নির্দিষ্ট তথ্যের প্রতিলিপি নিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সরাসরি খতিয়ে দেখার জন্য ঘণ্টাপিছু ৫ টাকা হারে অর্থ দিতে হয়।[৪৭] এতে খরচা কমে যায় অনেকটাই, কারণ কোন কাগজপত্র আপনার লাগবে, এক্ষেত্রে সেটা আপনি আগেই বুঝতে পারেন। নোটিশ দেওয়া ও টাকা জমা দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়টা কিন্তু ৩০ দিন সময়সীমার বাইরে।[৪৮]

তথ্য পাওয়ার জন্য কিছু রাজ্য সরকার খুবই বেশি দাম ধার্য করেছে। যদি আপনার মনে হয় তথ্যের জন্য যে দাম ধরা হয়েছে তা খুব বেশি তবে আপনি তার জন্য আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল করতে পারেন। আবার আপনি যদি দারিদ্রসীমার নীচে থাকেন এবং তার প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও যদি, জন তথ্য আধিকারিক আপনার কাছে অর্থ দাবি করেন, আপনি সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

জানতে চাওয়া তথ্যের পরিমাণ [৪৯]

খরচ বেশি না হলে বা তথ্য নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকলে জন কর্তৃপক্ষ[৫০] আপনার চাওয়া তথ্য তা সে বিপুল আয়তনের হলেও, সেই তথ্য আপনাকে দিতে বাধ্য। দুর্ভাগ্য এই যে, কিছু কিছু কর্তৃপক্ষ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অনেক আবেদনকে নাকচ করেছে। যেমন দিল্লি ডেভলপমেন্ট অথরিটি (ডিডিএ) জনৈক সর্বজিৎ রায়ের আবেদন নাকচ করেছিল। এ কথা জানিয়ে সর্বজিৎ রায় তথ্য কমিশনে আপিল করে জানান, যে ডিডিএ দিল্লির মাস্টার প্ল্যানের পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য তাকে দিচ্ছে না কারণ (ওপরে উল্লেখ করা) দেখিয়ে। তথ্য কমিশন ডিডিএ ও শ্রী রায়ের বক্তব্য শুনে রায় দেন, কোনো জন কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে অস্বীকার করতে পারে না, তা সে বিপুল পরিমাণের হলেও। আর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, আবেদনকারী সহজেই যাতে তথ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। কমিশন এবিষয়ে রায় দেন, ডিডিএ-কে শ্রী রায়ের চাওয়া তথ্যগুলো শ্রী রায়কে পরখ করতে দিতে হবে। আর এর মধ্যে যে তথ্য তাঁর প্রয়োজন তার শংসায়িত প্রতিলিপি তাঁকে দিতে হবে।

---

৪৭ ধারা ২ (Central) তথ্যের অধিকার আইন (প্রদেয় খরচ সম্পর্কিত বিধি) (সংশোধনী) ২০০৫

৪৮ ধারা ৭ (৩) (ক)

৪৯ (Central) তথ্য অধিকার (২০০৬) অ্যাপিল নং ১০/১/২০০৫-সিআইসি, ২৫ ফেব্রুয়ারী : www.cic.gov.in as on 20 March 2006 অনুযায়ী

৫০ ধারা ৭ (৯)

যদি জন - তথ্য আধিকারিক আমার আবেদন অগ্রাহ্য করেন

জন-তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদন কেবল তখনই অগ্রাহ্য করতে পারেন, যদি এই আইনে আবেদন করা তথ্যটির প্রকাশের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা জনস্বার্থের পক্ষে কোনো ক্ষতিকর দিক থাকে (চতুর্থ অধ্যায় দেখুন)। আবেদন অগ্রাহ্য হওয়ার অন্য কোনো কারণ ধোপে টিকবে না। আপনার চাওয়া তথ্যটি দেওয়া হলে সরকার বা কোনো আধিকারিক অস্বস্তিতে পড়বে, অথবা আপনি যে তথ্যটি চেয়েছেন তার জন্য যথেষ্ট কারণ দেখাননি - এরকম কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য হবে না। তথ্য জানা এখন আইনী অধিকার। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারী যদি কোনো তথ্য গোপন করে, তবে গোপনীয়তার পক্ষে তাদের অকাট্য যুক্তি দিতে হবে।

জনস্বার্থের চাহিদার তীব্রতার কাছে কোনো আপত্তিই আপত্তি নয়

এই আইনের ৮ এর ২ধারায় বলা আছে, প্রকাশের থেকে ছাড় পাওয়া তথ্যগুলোর ক্ষেত্রেও কোনো জন কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে, জনস্বার্থে সেই তথ্য জোগান দেওয়া গোপনীয়তার স্বার্থের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারা সেই তথ্য সরবরাহ করতে পারে। যদিও 'জনস্বার্থ' বিষয়টি বলতে কী বোঝায় তা এই আইনে স্পষ্ট করে বলা নেই। তবে আইনে জনস্বার্থ কথাটির উল্লেখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা পুরোপুরিই স্থান, কাল, পাত্রের উপর নির্ভর করে। আর তাই জন কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে জন তথ্য আধিকারিক বা আপিল আধিকারিক অথবা তথ্য কমিশনের প্রতিটি আবেদনের গুরুত্ব তলিয়ে দেখা দরকার - ওই তথ্যে জনস্বার্থের দাবি কতটা জড়িয়ে আছে। এরপরেই তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। যে তথ্য প্রকাশ জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা প্রসারে সাহায্য করে বা মানবাধিকার রক্ষা করে অথবা যা প্রকাশ করলে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ঝুঁকি কমে এরকম তথ্য ছাড়ের আওতায় থাকলেও তা জনস্বার্থে প্রকাশ করা উচিত।

তথ্যের আবেদন পাওয়ার ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যেই জন-তথ্য আধিকারিককে জানাতে হবে কেন তিনি তথ্য দিতে অস্বীকার করছেন।[৫১] তিনি যে নোটিশ আবেদনকারীকে পাঠাবেন সেখানে উল্লেখ করতে হবে :

ক. অগ্রাহ্যের কারণ, কেন তথ্যটি দেওয়া যাবে না তার সপক্ষে যুক্তি, এবং আইনের কোন ধারায় তথ্যটি গোপনীয় বলে চিহ্নিত;

খ. সময়সীমা, যার মধ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন;

গ. আপিল কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা।

জন তথ্য আধিকারিক কোনো উত্তর না দিলে তাকে তথ্য না দেওয়ার নামান্তর হিসেবেই ধরতে হবে।[৫২] আপনি তখন বিভাগীয় আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল করতে পারবেন। অথবা সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

[৫১] ধারা ৭ (৮)

[৫২] ধারা ৭ (২)

তথ্যের আংশিক ঘোষণা [৫৩]

কোনো কোনো সময় একই নথিতে গোপনীয় ও প্রকাশের উপযোগী দুই ধরনের তথ্যই থাকতে পারে। এধরনের নথির ক্ষেত্রে, প্রকাশের উপযোগী তথ্য আবেদনকারী পেতে পারে। একেই আইনে 'তথ্যের আংশিক ঘোষণা' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল, তথ্য দেওয়ার সময় জন তথ্য আধিকারিক গোপনীয় অংশ বাদ দিয়ে (কিছু লাইন বা অনুচ্ছেদ) প্রকাশের উপযোগী অংশটুকু আবেদনকারীকে দেবেন অথবা প্রকাশ করবেন। তথ্যের আংশিক ঘোষণার ক্ষেত্রে কোনো জন তথ্য আধিকারিক আবেদনকারীকে জানাবেন - কেন তিনি আংশিক তথ্য সরবরাহ করছেন, কে বা কারা এভাবে তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তথ্যের জন্য কত অর্থ দিতে হবে এবং এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে ফের আপিল করার অধিকার আবেদনকারীর আছে ইত্যাদি।

[৫৩] ধারা ১০

অষ্টম অধ্যায় : যদি আমি আবেদন করা তথ্যটি না পাই ?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমলাতন্ত্রে গোপনীয়তার প্রভাব এতটাই যে, জন তথ্য আধিকারিকরা সাধারণ কারণে তথ্য জানার আবেদনকে অগ্রাহ্য করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জন তথ্য আধিকারিকরা অনেক সময়ই তথ্য তাদের আয়ত্তে নেই এই অজুহাতে আবেদন অগ্রাহ্য করেন। যদিও তাদের দায়িত্ব, তথ্য যে জন কর্তৃপক্ষের কাছে আছে সেখানে আবেদনটি পাঠিয়ে দেওয়া। এছাড়াও নিষেধাজ্ঞা, ভুল ব্যবহার, জন তথ্য আধিকারিকের অনুপস্থিতি, এই সব কারণে প্রায়ই আবেদন অগ্রাহ্য হয়।

এই ঘটনা আগে থেকেই চিন্তা করে, তথ্য জানার অধিকার আইনে অনেক ধরনের আপিল ও অভিযোগের বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। এতে আবেদনকারী খুবই সহজে কোনো ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে অসন্তুষ্ট হলে অথবা জন তথ্য আধিকারিকের তথ্য না সরবরাহ করলে আবেদনকারী আপিল করতে পারেন অথবা অভিযোগ জানাতে পারেন। প্রথম আপিল করতে হবে নির্দিষ্ট দফতরের আপিল আধিকারিকের (বা অ্যাপলেট অথরিটির) কাছে। অথবা অভিযোগ জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনগুলিতে।

আপিল ও অভিযোগ ফারাক কী ?

জন তথ্য আধিকারিকের কাছে তথ্য না পেলে, কেউ সেই বিভাগের আপিল আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। আপিল আধিকারিক আপনার ও জন তথ্য আধিকারিকের বক্তব্য শোনার পর রায় দেবেন যে, কেন জন তথ্য আধিকারিক ওরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদি আপিল কর্তৃপক্ষের উত্তরে আপনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে আপনি তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল করতে পারেন।

অন্যদিকে কোনো অভিযোগ শুধু সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশনের কাছেই করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে, কোথাও বেশি ফি ধার্য হয়েছে বলে মনে হলে, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা সত্ত্বেও ফি দিতে বলা হলে, যে তথ্য আপনি চেয়েছেন তা ইচ্ছে করে নষ্ট করলে, তথ্য দেওয়া নিয়ে কোনো খারাপ সিদ্ধান্ত নিলে, আপনি তথ্য কমিশনের কাছে সরাসরি অভিযোগ করতে পারেন। আপনার আবেদনে 'অভিযোগ' কথাটি আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে। না হলে তথ্য কমিশনে আপনার অভিযোগকে আপিল মনে করে ওই পত্রটি বিভাগীয় আপিল কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে বলতে পারেন।

প্রথম উপায় - আপিল করা

আপিল প্রক্রিয়াটি আইনের ১৯ ধারায় পড়ে। আপিলের দুটি ধাপ আছে। প্রথমত বিভাগীয় আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল করা, দ্বিতীয়ত তথ্য কমিশনগুলোতে আপিল করা। এটা অন্যান্য আইনী বা বিচার ব্যবস্থার থেকে অনেক দ্রুত, কম খরচে করা যায় আর যা কিনা কোনো সিদ্ধান্ত কোর্টে যাওয়ার আগেই আলোচিত হয়ে মীমাংসার পথ দেখিয়ে দেয়।

আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথম আপিল

প্রত্যেকটি সরকারি সংস্থায়, জন তথ্য আধিকারিকের থেকে উচ্চপদে আসীন একজন আধিকারিকের কাছে জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। এই আধিকারিককেই প্রথম আপিল আধিকারিক (বা ফার্স্ট অ্যাপলেট অথরিটি) বলা হয়। জন তথ্য আধিকারিকের কাছ থেকে প্রথমে যে সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত নোটিশ পাওয়া যায়, সেই নোটিশেই সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিক এই আইন মোতাবেক, প্রথম আপিল আধিকারিকের নাম, ঠিকানা লিখে দিতে বাধ্য যাতে আপনি জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তে অখুশী হলে আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল করতে পারেন। যদি সিদ্ধান্তের নোটিশে যোগাযোগের তথ্য না থাকে তবে আপনি সরকারি সংস্থাটির ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন অথবা জন তথ্য আধিকারিকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে আপিল কর্তৃপক্ষের কথা বিশদে জানতে পারেন।

আপনি তখনই আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারেন, যদি :

ক. আপনি সিদ্ধান্তে অখুশি হন;

খ. নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতরে আপনাকে কোনো সিদ্ধান্ত না জানানো হয় ;

গ. তৃতীয় পক্ষ হিসেবে যদি কোনো জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তে আপনি অখুশি হন।

আপনাকে জন তথ্য আধিকারিকের দেওয়া সিদ্ধান্তের তারিখ (অথবা আইন অনুযায়ী যেদিন সিদ্ধান্ত জানানোর কথা সেই তারিখ) থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতেই হবে। কিন্তু বিনা আপিলে ওই সময়সীমা পার হয়ে গেলেও, যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, আপনি ন্যায্য কারণের জন্য আপিল করতে পারেননি তবে ৩০দিন পরেও আপনাকে আপিল করার অনুমতি দিতে পারেন আপিল আধিকারিক।[৫৪]

আপনাকে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল করতে হবে। কিছু রাজ্য সরকারের আপিলের জন্য আলাদা আবেদনপত্র আছে। তাই আপিল আধিকারিকের কাছে আপনাকে জানতে হবে, আপনার রাজ্যেও একরম আলাদা আবেদনপত্র আছে কিনা। আপনি ডাক, কুরিয়ার মারফত বা সরাসরি আপিল করতে পারেন। তাছাড়া আপনি সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের কাছেও আপিলের আবেদনটি জমা দিতে পারেন। আপনার আপিলের আবেদনটি সংশ্লিষ্ট আপিল আধিকারিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া এই আধিকারিকের দায়িত্ব।[৫৫]

---

[৫৪] ধারা ১৯ (১)

[৫৫] ধারা ৫ (২)

আপনার অভিযোগ বা আপিলে কিন্তু আপনি কী জানতে চাইবেন, তা নিয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু থাকা চাই *

আপনার রাজ্য সরকারের তরফে আপিল করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ছক থাক চাই না থাক। সাধারণভাবে নিদেনপক্ষে, নীচের তথ্যগুলো কিন্তু থাকতেই হবে:

ক. আপনার নাম এবং যদি সম্ভব হয় তবে আপনার ডাক যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ও ই-মেল;

খ. সেই নির্দিষ্ট PIO'র নাম ঠিকানা যার বিরুদ্ধে আপনি আপিল করছেন;

গ. সেই নির্দেশ পত্রের বিস্তারিত বিবরণ (নম্বর সহ) যেটার বিরুদ্ধে আপনি আপিল করছেন;

ঘ. যদি এরকম হয় যে, আপনি আপিল করছেন কিন্তু সাড়া পাননি। এই আপিলে সেই আবেদন পত্রের বিস্তারিত, রসিদ নম্বরে, আবেদন পত্রের তারিখ ও এই PIO'র নাম ঠিকানা;

ঙ. আপনার সমস্যাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ;

চ. যে নির্দিষ্ট প্রতিকারটি আপনি চাইছেন ও কেন চাইছেন, যেমন আপনি যে তথ্যটি চাইছেন, সে তথ্যটি আপনাকে দেওয়াই যেতে পারে কারণ এই তথ্যটি দেওয়ার ক্ষেত্রে সেরকম কোনো আইনি বাধা নেই;

ছ. আপনার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি যেমন, আপনি একটি বয়ানে লিখে জুড়ে দিতে পারেন যে, আবেদনপত্রে দেওয়া আমার সব তথ্য, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং

জ. আরো যদি এমন কিছু তথ্য থাকে, যেগুলো আবেদনপত্রে থাকলে আপনার আপিল জোরদার হবে বলে আপনার মনে হচ্ছে।

* আপিল বিজ্ঞপ্তিতে কী কী থাকবে এটা তার একটি সাধারণ উদাহরণ মাত্র। CHRI মনে করে যে এক্ষেত্রে আরও ভালো করে আপিল তৈরি করতে আপনি আইনের ধারাগুলো মন দিয়ে দেখতে পারেন বা আপিল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য আধিকারিকের কাছ থেকে বিষয়টি ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারেন।

তথ্য জানার অধিকার আইন আপিলের জন্য কোনো ফি-এর কথা বলা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মহারাষ্ট্র,[৫৬] মধ্য প্রদেশ[৫৭]-এর মতো কিছু রাজ্যে আপিলের জন্যও নির্দিষ্ট ফি ধার্য করা হয়েছে (আরো জানতে সংযোজনী ৮ দেখুন)। এটা বেআইনি এবং আপিলের সঙ্গে ফি না দিলে আপিলের আবেদন বাতিল হবে - এটাও বেআইনি। যদি রাজ্য সরকার আপিলের জন্য অর্থমূল্য ধার্য করে, আপনি সংশ্লিষ্ট তথ্য কমিশন বা হাই কোর্টে ব্যাপারটা নিয়ে যেতেই পারেন অথবা বিধানসভায় বিতর্কের জন্য ঘটনাটি আনার চেষ্টা করতে পারেন।

আপনার আপিলের আবেদনের পর, আপিল কর্তৃপক্ষ ৩০ দিন সময়সীমার মধ্যেই তারা সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৪৫ দিন। যদি এরও বেশি সময় লাগে, সেক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই বাড়তি

[৫৬] ধারা ৫, মহারাষ্ট্র তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৫

[৫৭] ধারা ৭ ও ৮, মধ্যপ্রদেশ তথ্যের অধিকার (ফি ও আপিল) নিয়মাবলী ২০০৫

আপিল কর্তৃপক্ষ কীভাবে আপিলগুলো নিয়ে কাজ করে ?

আপিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপিল কর্তৃপক্ষ কী কী ভাবে এগোবেন এই নিয়ে আইনে কোনো বাঁধা ধরা কিছু নেই। সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথটি কোনোভাবেই কঠিন জটিল নয়। কিন্তু এখানে আসল কাজটা হল সত্যকে খুঁজে বের করার যে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আইনটা ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা। যে কোনো আপিলের পরই সেই বিশেষ PIO কে কোনো আবেদন বাতিল করার কারণটি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা প্রমাণ করতে হয়। এর মানে প্রতি শুনানিতেই প্রথমেই PIO'র জবাবদিহি চাওয়া হয়। তবে যদি সে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে তবে আপনাকে তখন PIO যে ভুল সেকথা প্রমাণ করতে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে সওয়াল করতে হয়। যে কোনো আপিলের ক্ষেত্রেই, আপিল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত তথ্যকে খতিয়ে দেখে চুলচেরা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে PIO'র পদক্ষেপটি ঠিক না বেঠিক। আপনি, PIO ও তৃতীয়পক্ষ (যে কিনা তার তথ্য দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে) তিনজনেরই অধিকার থাকে আপিলে কী সিদ্ধান্ত কীভাবে হল তা বোঝা।

সময়ের কথা লিখিতভাবে জানাবেন।[৫৮]

যদি প্রথম আপিল আধিকারিক আপনার আপিলটি গ্রহণ করেন এবং যে তথ্য আপনি চেয়েছেন তা দিতে চান তবে তিনি আপনাকে এবং সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা লিখিতভাবে জানাবেন। যদি আপিল আধিকারিক আপনার আবেদন বাতিল করেন তবে সেকথা আপনাকে লিখিতভাবে জানাবেন। পাশাপাশি ওই নোটিশে তিনি লিখবেন যে, বর্তমান সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে দ্বিতীয়বার আপিল করতে পারেন।

এখানে লক্ষণীয় হল, তথ্যের অধিকার আইন ভঙ্গকারীকে জরিমানা করার বা শাস্তি দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই প্রথম আপিল আধিকারিককে দেওয়া হয়নি। এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেবল তথ্য কমিশনকেই আছে। এক্ষেত্রে আপিল আধিকারিক আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত জানালেও, দোষীকে শাস্তি দিতে, আপনি সেই আধিকারিকের কাছে, আপনার কেসটি সংশ্লিষ্ট কমিশনে পাঠানোর জন্য বলতে পারেন অথবা আপনি কমিশনে সরাসরি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল

আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলেও, আপনি তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল করতে পারেন। তবে এই দ্বিতীয় আপিল, আপিল আধিকারিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের তারিখ বা যে তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল সেই তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে করতে হবে। তবে তথ্য কমিশনের অধিকার আছে, নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও আপিল গ্রহণ করার।[৫৯]

---

[৫৮] ধারা ১৯ (৬)

[৫৯] ধারা ১৯ (৩)

তথ্য কমিশন (Information Commission) মুক্তমনের হওয়া

তথ্যের অধিকার আইনে নির্দিষ্ট করা আছে যে কেন্দ্রীয় ও সব রাজ্য সরকার একটি করে স্বাধীন ও স্বশাসিত তথ্য কমিশন গঠন করবে[৬০] এবং কয়েকজন কমিশনার নিয়োগ করবে (কমিশন তৈরি ও কমিশনারদের নিয়োগের কাজ সব রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার করে ফেলেছে)। তথ্যের অধিকার আইন সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য এবং সাধারণ মানুষের হাতে সরকারি তথ্য তুলে দেওয়ার কাজে এই কমিশনগুলোকে কিছু কাজ করতে হবে। তবে নির্দিষ্টভাবে যে কাজগুলি করতে হবে তা হল :

- **অভিযোগ ও আপিল গ্রহণ করা :** তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী যে কোনো নাগরিক তথ্য না পেলে তার অধিকার রয়েছে, কমিশনে তথ্যের জন্য আপিল করার অথবা অভিযোগ দায়ের করার। নাগরিকের আপিল ও অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবং যে জন তথ্য আধিকারিক বা PIO সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত ঠিক কি ভুল বিবেচনা করতে এমনকি অপ্রকাশযোগ্য তথ্যও দেখার জন্য এই আইন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছে। সরকার ও জন কর্তৃপক্ষগুলো যাতে তথ্যের অধিকার আইন মেনে কাজ করে তার জন্যও তথ্য কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলো হল, তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ, জন তথ্য আধিকারিকদের নিয়োগ, তথ্য রাখার পদ্ধতির উন্নয়ন, দোষীদের ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা করার ক্ষমতা।[৬১]
- **কাজ ও তদারকি :** প্রতি বছর শেষে, সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং সংসদে বা বিধানসভায় পেশ করবে। এই প্রতিবেদনে এক বছরের কাজ পদ্ধতি, আপিলের তালিকা কাজ নিয়ে মন্তব্য ও নতুন ভাবনা ইত্যাদি পরপর লিপিবদ্ধ করতে হবে। কমিশনের আওতায় থাকা প্রত্যেকটি জন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের পর্যলোচনা-ভিত্তিক তথ্যের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি তৈরি করতে হবে।[৬২]
- **বিশেষ মানবাধিকার বিষয়ক দিক :** নির্দিষ্ট কিছু গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বিষয়ক দফতর এই আইনের আওতার বাইরে। কিন্তু যদি এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, ওই সব দফতরের কোনো কাজে অনাচার, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনা বিষয়ক তথ্য চাওয়া হয়েছে তাহলে কমিশন সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং দফতরগুলোকে তথ্য দিতে বাধ্য করতে পারে।

বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র তথ্য কমিশনগুলো ইতিমধ্যেই তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তথ্যের অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ করা কমিশনগুলোর দায়িত্ব। তবে কমিশন যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তার জন্য জনগণেরও নিয়মিত এদের উপর নজরদারি করা জরুরি।

[৬০] অধ্যায় ৩ ও ৪। জম্মু ও কাশ্মীর তথ্য অধিকার আইন ২০০৪ কিছুদিন আগে পরিবর্তিত হয়েছে, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই রাজ্যে তথ্য কমিশন গঠন করা হবে, যেখানে মানুষ অভিযোগ জানাতে পারে বা আপিল করতে পারে যদি তথ্য পেতে কোনো সমস্যা হয়।

[৬১] ধারা ১৯ (৮) ও ধারা ২০

[৬২] ধারা ২৫

আপনাকে লিখিতভাবে দ্বিতীয় আপিলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা রাজ্যের বিষয় হলে রাজ্য তথ্য কমিশনে আর কেন্দ্রীয় সরকারী বিষয় হলে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনকে পাঠাতে হবে। পঞ্চায়েত সংক্রান্ত বিষয়ে আপিল করতে হবে রাজ্য তথ্য কমিশনে। কেন্দ্রীয় সরকার ও কিছু রাজ্য সরকারের আপিলে কী কী তথ্য থাকবে সেগুলোর নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এই নির্দিষ্ট তথ্যগুলো ছাড়াও (২৯ পাতায় আপিলের নমুনা দেখুন) আপনার আপিলের পক্ষে প্রামাণ্য কাগজপত্র যেমন পিআইও বা আপিল আধিকারিকের নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের নোটিশ যার বিরুদ্ধে আপনি কমিশনে আপিল করছেন এবং পাশাপাশি অন্য নথি যা আপনার আপিলটিকে যুক্তিসম্মত বলে প্রমাণ করতে পারে সেগুলোর কপিতে নিজে সই করে জমা দিন।

তথ্য কমিশনগুলি এই আইন মোতাবেক আপিলের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে। কমিশনগুলি লিখিত প্রমাণ সরেজমিনে দেখা ও জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতা আছে। পাশাপাশি আপিল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য আধিকারিকের বয়ান শোনা ও আপনার সঙ্গে কথা বলাও তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষ যুক্ত থাকলে তাকে উপস্থিত থাকতে হয়।

প্রমাণের দায়িত্ব (Burden of Proof) [৬৫]

তথ্য না পাওয়ার কারণে আপনি যদি কোনো আপিল করেন, সেক্ষেত্রে আপিলের শুনানির সময় যে পিআইও বা তৃতীয় পক্ষ আপনাকে তথ্য দেয়নি তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তথ্যটি গোপন রাখা যুক্তিসম্মত। বাস্তবে আপনি কোনো তথ্য চেয়ে না পেলে আপনাকে শুধু কমিশনে আপিল করতে হবে। এরপর কমিশনের দায়িত্ব হল অভিযুক্ত আধিকারিককে জেরা করা। এবার ওই নির্দিষ্ট আধিকারিকের দায়িত্ব হল ওই জেরায় তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি যে তথ্য দেননি তা সত্যিই এই আইন অনুযায়ী গোপনীয়। এরপর কমিশন যদি কোনো শুনানি করে এবং তথ্যটির গোপনীয়তার সপক্ষে রায় দেন তখনই আপনি আদালতে ওই রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন এবং সেখানে আপনাকে তথ্যটি প্রকাশের সপক্ষে যুক্তি দিতে হবে।

---

[৬৩] ধারা ১৮ (৩)

[৬৪] ধারা ১৯ (৪)

[৬৫] ধারা ১৯ (৫)

আপিলের প্রক্রিয়াটি কোর্টের মতো খুব জটিল নয়। আপনাকে কোনো উকিলও আনতে হবে না। খুবই সাধারণভাবে ও সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়। তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী কমিশনের পুরোপুরি একটি দেওয়ানী কোর্টের মতো ক্ষমতা আছে।[৬৬] তবে যেভাবে এই আইনটি বর্ণিত হয়েছে তাতে কমিশন কখনোই কোর্ট অনুযায়ী তার কাজকর্ম চালাবে না। এমনকি, আপিল ও অভিযোগের প্রক্রিয়ায় আপনি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তথ্য কমিশনকে সেকথা জানাতে পারেন ও কারোর সাহায্য নিতে পারেন। তথ্য কমিশন যতবেশি সম্ভব তথ্য প্রকাশের সপক্ষেই গঠিত হয়েছে। আর তাই কমিশনার বা কমিশনের কর্মীরা সঠিক তথ্য প্রকাশের স্বার্থে আপিলকারীর হয়েই সওয়াল করবেন বা তাকে সাহায্য করবেন।

তথ্যের অধিকার আইন দ্বিতীয় আপিল নিষ্পত্তির কোনো সময়সীমা ধার্য করেনি, তবুও প্রথম আপিলের ক্ষেত্রে যেমন ৩০-৪৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, সেরকমই দ্বিতীয় আপিলের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও ওই একই সময় ধরে নেওয়া যেতে পারে।
যদি তথ্য কমিশন মনে করে যে, আপনার আবেদন যুক্তিসম্মত তবে তা আপনাকে তারা লিখিতভাবে জানিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে কমিশন তার ক্ষমতা অনুযায়ী :

ক. সরকারি সংস্থাটিকে এই আইন অনুযায়ী যা করার কথা সেসব কাজগুলো করতে বলবে। যেমন আপনার আবেদন অনুযায়ী সমস্ত তথ্য দিতে বলবে অথবা তথ্যের জন্য যে দাম ধরা হয়েছে তা কমাতে বলবে;[৬৭]

খ. জন কর্তৃপক্ষটিকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলবে;[৬৮]

গ. জন তথ্য আধিকারিক ও অন্যান্য জড়িত আধিকারিক যারা আইনটি লঙ্ঘন করেছেন তাদের জরিমানা করবে।[৬৯]

কিন্তু যদি কমিশন দেখে আপনার আপিল ভিত্তিহীন, তবে সেটি তখনই বাতিল হবে।[৭০] তবে দুই ক্ষেত্রেই, কমিশন আপনাকে ও সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়ে জানাবে। তথ্য জানার অধিকার আইন মোতাবেক কোর্টে আপিলে নিষেধাজ্ঞা আছে, তবুও সংবিধানের অধিকার অনুযায়ী আপনি হাই কোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্ট অব্দি যেতেই পারেন।[৭১]

---

[৬৬] ধারা ১৮ (৩)
[৬৭] ধারা ১৯ (৮) (ক) (১) (২) (৩)
[৬৮] ধারা ১৯ (৮) (খ)
[৬৯] ধারা ২০
[৭০] ধারা ১৯ (৮) (ঘ)
[৭১] ধারা ১৯ (৯)

দ্বিতীয় উপায় - অভিযোগ করা

আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল, তারপর তথ্য কমিশনের কাছে যাওয়া — এই পন্থা না অনুসরণ করে সরাসরি তথ্য কমিশনের কাছে আইনের ১৮ (১) ধারায় অভিযোগ দায়ের করা যায়। যদি আপনি জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তে অখুশি হন বা যদি মনে করেন, জন কর্তৃপক্ষটি আইনটি মানছে না তাহলে আপনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এভাবে আপনি অভিযুক্ত আধিকারিকের জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। আপিল আধিকারিকের এবিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও তথ্য কমিশনের আছে। তথ্য কমিশনের কাছে সরাসরি গেলে, যদিও আপনি আপিল কর্তৃপক্ষকে পাশ কাটাতে পারবেন কিন্তু তথ্য কমিশনার এই ব্যাপারে রায়দানের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই — সেটাই এই ব্যবস্থায় অসুবিধা। আপিল কর্তৃপক্ষ কিন্তু তার রায় ৪৫ দিনে জানাতে বাধ্য। কোনটি আপনার পক্ষে সুবিধাজনক সেটি আপনি সাবধানে বাছুন।

আপনি তখনই অভিযোগ জানাতে পারেন[৭২], যদি আপনি আপনার এই আইন মোতাবেক তথ্য জানতে না পারেন। এর উদাহরণ হল :

১. জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ হয়নি বলে কোনো দফতর আপনার আবেদন জমা না নেয় অথবা সহকারী জন-তথ্য আধিকারিক আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন;
২. আপনাকে কোনো তথ্য না দেওয়া হয়;
৩. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনি আপনার আবেদনের উত্তর না পেলে;
৪. আপনার কাছে তথ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে অনেক বেশি চাওয়া হলে;
৫. আপনাকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা ভুল তথ্য মনে হলে;
৬. এই আইন অনুযায়ী তথ্য জানতে আপনার অন্য কোনো অসুবিধা হলে।

খুব নির্দিষ্টভাবে তথ্যের অধিকার আইনে উল্লেখ না করা হলেও শেষের পয়েন্টটি ইচ্ছে করেই একটু বড় অর্থে রাখা হয়েছে, যাতে আপনি যে কোনো কারণে তথ্য না পেলে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা (Proactive Disclosure), জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ, এই আইনের গাইড বা সহায়িকা প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ না নিলে আপনি কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

[৭২] ধারা ১৮ (১)

তথ্য কমিশনের, আপিল বা অভিযোগের তদন্ত করা ও রায় দেওয়ার ক্ষমতা আছে প্রকৃত পক্ষে তথ্য কমিশনের দেওয়ানী আদালতের মতোই ক্ষমতা রয়েছে।[৭৩] আর তাই তাদের তদন্ত করার ক্ষমতাও আছে। অভিযোগের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে, তথ্য কমিশনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা না থাকলেও, এই আইন তথ্য কমিশনকে অনেক ক্ষমতাই দিয়েছে। আপনার অভিযোগটি খতিয়ে দেখে কমিশনের যদি মনে হয় যে অভিযোগটি যুক্তিসম্মত, তবে সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষের ও আধিকারিককে আইনটি মেনে কাজ করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা করতে কমিশন বাধ্য করতে পারে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনার চাহিদা মতো তথ্য সরবরাহ, জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ, স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা ইত্যাদির জন্য নির্দেশ দেওয়া পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ, দোষী আধিকারিকের শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদিও করতে পারে কমিশন।[৭৪] অপরপক্ষে কমিশনের তদন্তে যদি আপনার আপিল বা অভিযোগ অসার বলে প্রমাণিত হয় তবে কমিশন তা বাতিল করতেও পারে। আপনার আপিল বা অভিযোগ বাতিল হলে আপনি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারেন।

তথ্য কমিশনেরই জরিমানা করার ক্ষমতা আছে

কোনো জন কর্তৃপক্ষ আইন ভাঙলে, তথ্য কমিশনেরই শুধুমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার[৭৫] এবং জরিমানা করার ক্ষমতা রয়েছে।[৭৬] এই জরিমানার হার হল - প্রতিদিন ২৫০ টাকা করে সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা। এই জরিমানা তখনই হবে যদি কোনো জন তথ্য আধিকারিক :

- **আবেদনপত্র নিতে অস্বীকার করেন;**
- **আইনে বলা সময়সীমার মধ্যে তথ্য না দেন;**
- **উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কোনো আবেদন খারিজ করেন;**
- **ইচ্ছে করে ভুল, অসম্পূর্ণ ও বিপথে চালনা করার মতো তথ্য দেন;**
- **চাওয়া তথ্য না দিয়ে নষ্ট করে ফেলেন;**
- **অন্য যে কোনোভাবে তথ্য দানে বাধা তৈরি করেন।**

জরিমানা করার আগে সেই জন তথ্য আধিকারিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। কর্মচারীকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত কারণেই এই কাজ করেছিলেন।

[৭৩] ধারা ১৮ (৩)
[৭৪] ধারা ১৯ (৮) এবং ধারা ২০
[৭৫] ধারা ২০ (২)
[৭৬] ধারা ২০ (১)

তৃতীয় উপায় -আদালতে আপিল

তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে আপনি হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আপনার অভিযোগ বা আবেদন পেশ করতে পারেন। তথ্যের অধিকার আইন খুবই নির্দিষ্টভাবে, এই আইনকে জড়িয়ে কোনো মামলা, আবেদন, তথ্য, বয়ান ইত্যাদি যে কোনো কিছুতে কোর্টের অংশগ্রহণে বাধা দেয়। তবুও মনে রাখতে হবে, যেহেতু এই আইন নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে সমর্থন করে, তাই সংবিধান অনুসারে হাই কোর্টে (২২৬ ধারায়) ও সুপ্রিম কোর্টের (৩২ ধারায়) নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত যে কোনো দিক খতিয়ে দেখার পূর্ণ অধিকার আছে। সুতরাং এই অধিকার বলে আপনিও রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করতে পারেন।

[৭৭] ধারা ২৩

২ নং ফ্লো চার্ট : আপিল প্রক্রিয়া

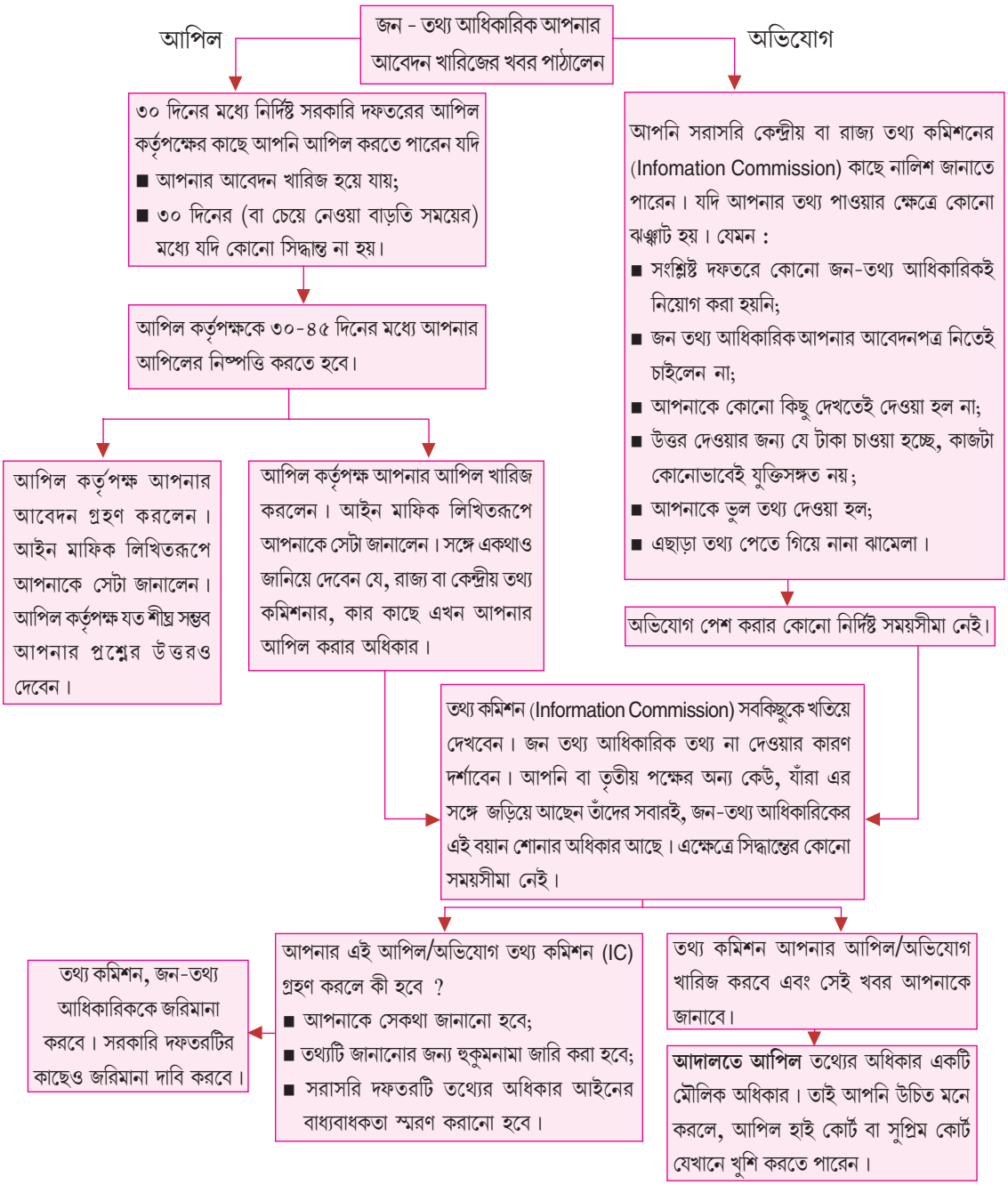

নবম অধ্যায় : তথ্যের অধিকার আইন প্রসারে আমি কীভাবে সাহায্য করতে পারি ?

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ প্রয়োজনীয় একটা আইনী পরিকাঠামো তৈরি করেছে। কিন্তু বাস্তবে এই আইন প্রয়োগ করে, সুশাসন ব্যবস্থা লাগু করতে প্রয়োজন আপনার অংশগ্রহণ। নাগরিকের একটি মৌলিক দায়িত্ব হল জন কর্তৃপক্ষকে সঠিকভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহ দেওয়া এবং প্রয়োজনে বাধ্য করা। এই মৌলিক দায়িত্ব পালনে নাগরিকের অন্যতম হাতিয়ার হল তথ্যের অধিকার আইন। এই আইন নাগরিক প্রয়োগ করতে থাকলে খুব দ্রুত নাগরিকমুখী তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি হবে যা সুশাসনকেও নিশ্চিত করবে। সেই কারণেই একাজে আপনার সহায়তা খুবই প্রয়োজন।

তথ্যের আবেদন

জন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি দমন এবং সরকারের পরিষেবার মান উন্নয়নের জন্য সমস্ত নাগরিকের উচিত এই আইন প্রয়োগ করা। এই পদ্ধতিতেই সরকারকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ও উত্তরদায়ী করা সম্ভব।

ইতিমধ্যেই সারাদেশে নাগরিক ও বিভিন্ন স্বেচ্ছা সংগঠন আইনটি প্রয়োগ করে সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থা প্রকাশ করেছে। সরকারি প্রকল্প এবং পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে বাধ্য করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা কথা স্মরণ করিয়েছে। সরকারের নীতি ও পরিকল্পনায় নাগরিকের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করেছে।

সরকারের ওপর তদারকি

আবেদন করা ও তথ্য পাওয়া এই কাজের একেবারে প্রথম ধাপ। আপনি এই তথ্য দিয়ে কী করবেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন যদি আপনার তথ্য অনাচার, দুর্নীতি বা প্রশাসনিক অব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেমন তথ্য কমিশন, পুলিশ, আদালত, দুর্নীতি দমন সংস্থা ইত্যাদিকে জানিয়ে এইসব তথ্যকে জনসমক্ষে আনুন। তথ্যের অধিকার আইনটির প্রয়োগও খতিয়ে দেখা নাগরিকের কর্তব্য। আপনি দেখতে পারেন জন তথ্য আধিকারিক ও জন কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী কাজ করছে কীনা। এইসব তথ্য সংকলন করে আপনি আইনটির সঠিক প্রয়োগের জন্য সওয়াল করতে পারেন।

এই আইনের ফল : RTI আন্দোলনে দুর্নীতি ফাঁস [৭৮]

মধ্যপ্রদেশ সরকার গত ২০০৪ সাল থেকে রাজ্যের ৫ জেলার শিশু শ্রমিকদের মধ্যে ইন্ডাস চাইল্ড লেবার প্রজেক্ট (NCLP) নামে একটা কাজ শুরু করেছিল। এই কাজে টাকা আসত ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (ILO) - এর তরফ থেকে। শিশু শ্রমিকদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল। কাজটি করত ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার প্রজেক্ট নামের এক নিবন্ধীকৃত সংস্থা যারা রাজ্য সরকার মারফত এই টাকা পেত ও বন্টন করত। সংস্থাটির সভাপতি ছিলেন জেলা শাসক আর সম্পাদক ছিলেন জেলার শ্রম আধিকারিক। এছাড়াও কাজকর্ম তদারকির জন্য ৫ জন প্রজেক্ট ডিরেক্টরও নিয়োগ করা হয়েছিল। খুবই বড়সড় টাকার এখানে লেনদেন হত। যেমন - কেবল কাটনি জেলায় ৩১,৮০,৭৫০ টাকা খরচের হিসেব দেখানো হয়েছিল।

এই প্রকল্পের শুরু থেকেই ব্যাপক দুর্নীতি আরম্ভ হয়। ২০০৫ এর ডিসেম্বরে কাটনির একজন তথ্যের অধিকার আন্দোলন কর্মী এই প্রকল্পের জন তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন করে জানতে চান, এই প্রজেক্ট এর বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য যে ফাস্ট এড কিটগুলো কেনা হয়েছে সেগুলোর দাম কত, এতে কী কী সরঞ্জাম আছে। একই সাথে এই প্রজেক্টের স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণার কপিও চাওয়া হয়।

উত্তরে জন তথ্য আধিকারিক জানান, সর্বমোট ৪০ টা কিট কেনা হয়েছে যার প্রতিটির জন্য খরচ হয়েছে ৩,৫০০ টাকা করে। কিন্তু বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এইসব কিট ৭৬০ টাকাতেই পাওয়া যায় এবং যার দাম সর্বাধিক ৯৭০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এর থেকে বোঝা যায়, বাজারে সবচেয়ে বেশি দাম যা, তার চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিটগুলো প্রকল্প থেকে কেনা হয়েছে। দেখা যায় এই সংস্থা ৪০টি কিট কিনেছে মোট ১,৪০,০০০ টাকা দিয়ে। যদি সংস্থাটি বাজারের সবচেয়ে বেশি দামের কিট কিনতেন তাতেও ৪০টির জন্য খরচ হত মোট ৩৮,০০০ টাকা।

এই তথ্য নিয়ে এই আবেদনকারী ১০টি শিক্ষাকেন্দ্র সরেজমিনে দেখতে যান। দেখা যায় কোনো কিটে কোনো কোম্পানির লোগো বা চিহ্ন নেই। তিনটি কেন্দ্রের কিটে কোনো সরঞ্জাম নেই। ৭টি কিটে দেখা যায় যা সরঞ্জাম আছে সেগুলোর গুণমান, উল্লেখ করা গুণমানের থেকে যথেষ্ট খারাপ। এই খবর অবশেষে কাগজে বেরোয়। কিন্তু জেলা প্রশাসন থেকে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে ওই কর্মী সমস্ত প্রমাণ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ও মধ্যপ্রদেশের সরকারি ভিজিল্যান্স দফতর কে পাঠান।

[৭৮] মধ্যপ্রদেশ সূচনা অধিকার অভিযান ২০০৬

সবাইকে জানানো ও পরামর্শ দেওয়া

দেশের খুব কম নাগরিকই এই তথ্যের অধিকার আইন নামের এই শক্তিশালী আইনের কথা শুনেছেন এবং যারা তা ব্যবহারও করারও ক্ষমতা রাখেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এই আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও শিক্ষিত করা। কিন্তু বিভিন্ন সরকার তরফে এ কাজ খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছে। তথ্যের অধিকার আইনটির কথা যে কোনো ভাষায় যে কোনো মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যে কোনো সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব। যদি আপনি এই আইন মাফিক তথ্যের জন্য আবেদন করে থাকেন, তবে আপনি সফল বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন তা লিখে সংবাদপত্রে প্রকাশ করুন বা ইন্টারনেটে লিখুন বা এসব কিছু না পারলে অন্তত আপনার বন্ধু ও সহকর্মীদের বলুন। আপনি অন্যদেরকেও এই ধরনের আবেদন করার জন্য সাহায্য করতে পারেন, এইজন্য তাদেরকে কীভাবে তারা আবেদন করবে বা কোথায় আবেদন পেশ করবে এসব শেখাতে পারেন। এই আইন নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অন্যের কাছে এক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে পারে, আর এই ভাবনা বিনিময়েই বুঝিয়ে দেবে যে তথ্যের অধিকার আইন জনগণের কোন অন্তস্থল স্পর্শ করেছে।

মুম্বই জেলে কী হল ? [৭৯]

মুম্বই - এর আর্থার রোড জেলে বন্দিরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে টাকা পয়সার লেনদেন থেকে শুরু করে নানা অপরাধমূলক কাজকর্ম চালাত। সংবাদ মাধ্যমগুলোও সেগুলো নিয়মিত দেখানোও হত। ২০০১- এর অক্টোবরে মুম্বই-এর পুলিশের আই জি জ্যামার লাগিয়ে এই মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। এজন্য খরচ করতে হত ৬,০১,৭৩৬ টাকা। কিন্তু তারপর ৪ বছর কেটে গেলেও ওই জ্যামার লাগানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে মোবাইল ফোনে ব্যবহার চলতে থাকে বহাল তবিয়তে।

২০০৫ এর ২০ ডিসেম্বর, শৈলেশ গান্ধী তথ্যের অধিকারের আইন মোতাবেক ওই ঘটনার কাগজপত্রগুলো নিয়ে কাজ কতটা এগিয়েছে তা বিশদে জানতে চান। তাঁর আবেদনের ৬ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বরে, কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে ওই জেলে বসানোর জন্য জ্যামারের অর্ডার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আর ২০০৬-এর ১০ জানুয়ারি, অর্থাৎ কমবেশি একমাসের মধ্যেই শৈলেশ গান্ধীর আবেদনের ফলেই ৭ লাখ টাকা দিয়ে জ্যামার বসানো হয়।

সরকার যা ৪ বছরে করেনি তথ্যের অধিকার আইনে একটি আবেদন তা কয়েকদিনের মধ্যে করে দেখিয়ে দিল। ধরিয়ে দিল সরকারের কাজের দুর্বলতাও। এই আইনের এমনই শক্তি যা প্রয়োজনীয় কাজকে খুব কম সময়েই করে দেখিয়ে দিতে পারে। খুলে দিতে পারে সরকারি লাল ফিতের বাঁধন।

[৭৯] শৈলেশ গান্ধী ২০০৬

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কর্মসংস্থান প্রকল্পের দুর্নীতি ফাঁস করল [৮০]

মহারাষ্ট্রের থানে জেলা একেবারেই গরীব, গুর্বো ও পেছিয়ে পড়া মানুষের বাস। এখানের জহর ও মোখাদা তালুকের ৭৫ শতাংশ পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। মূলত এইরকম দরিদ্র এলাকার মানুষজনের কর্মসংস্থানের জন্য মহারাষ্ট্র কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প তৈরি হয়। তথ্যের অধিকার আইন মারফত এই প্রকল্পের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা যায় যে এই কাজ ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস কাগজ তথ্যের অধিকার আইন মোতাবেক থানের পাবলিক ওয়ার্কস দফতরের কাছে এই কাজের মাস্টার রোল চায়। এই মাস্টার রোল চাওয়ার পিছনে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, জেলার বোপদারি -ছনদোসি সড়কের কাজটা কীভাবে হল তা দেখা। মহারাষ্ট্র কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি এই রাস্তা এখানের গরীব গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায়। মাস্টার রোলের এক টিপসই থেকে দেখা যায় বোপদারির গঙ্গা ঘাটাল এই রাস্তা তৈরিতে ১১ দিন কাজ করে ৯৬১ টাকা পেয়েছে। তারা বোপদারিতে গিয়ে জানতে পারে যে গত ২০০৪- এ গঙ্গা আত্মহত্যা করেছে এবং সে বা তার পরিবার কেউই কোনো টাকা পয়সা পায়নি।

পরে অনুসন্ধানে আরো দেখা যায়, গঙ্গা ঘাটালের মতো অনেক মৃত ব্যক্তিই এই প্রকল্পে কাজের জন্য টাকা পেয়েছে। এছাড়াও মাস্টার রোলে অনেক অস্তিত্বহীন লোকেরও নাম সহ সরকারী কর্মচারির নাম সুবিধে-প্রাপক হিসেবে পাওয়া যায়। এইসব তথ্য প্রকাশের ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও তাঁর দফতর বাধ্য হয় এ বিষয়ে তদন্ত করতে।

তথ্য থেকে বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ বলবৎ হয়ে গেছে প্রায় আড়াই বছর। কিন্তু এই আইন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় কোনো সচেতনতাই গড়ে ওঠেনি। নাগরিক, যাঁরা তথ্য চাইবেন এবং সরকারি কর্মী, যাঁরা তথ্য দেবেন, তাঁদের উভয়েরই আইনটি সম্পর্কে কোনো ধারণাই তৈরি হয়নি। এই আইন সম্পর্কে জানানোর কাজে সরকার, তথ্য কমিশন ও নোডাল এজেন্সির ভূমিকার কথা আইনে বলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির উদ্যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। পশ্চিমবঙ্গে এই আইন প্রচার ও প্রসারের যতটুকু কাজ হয়েছে, সেসব করছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

প্রথমদিকে এই আইন অনুযায়ী আবেদন নিয়ে নানা টালবাহানা যেমন, পিআইওদের নাম না ঘোষণা করা, কমিশনের অফিস নির্দিষ্ট না করা ইত্যাদি সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এখন এই সমস্যা কিছুটা দূর হলেও, তৈরি করা হচ্ছে অন্য সমস্যা। তথ্যের জন্য আবেদন করা হলে, তা জেনে বুঝেই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে অন্য দফতরের পিআইও-র কাছে, আইনের ৬-এর ৩ উপধারার সুযোগ নিয়ে। ফলে বিভিন্ন দফতরের এবং আবেদনকারীর মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে। কিন্তু সময়মতো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না।

[৮০] চিত্রাঙ্গদা চৌধুরী (২০০৬) '' 'মডেল মহারাষ্ট্রে' মৃত মজুরও রোজগার করে''
The Indian Express, 12 January : http://www.Indianexpress.com/full_Story.php?connent_id=85784 as on 20 March 2006

দ্বিতীয়ত, তথ্য না পাওয়ার অভিযোগে দ্বিতীয় আপিল করার পর, কমিশন শুনানি প্রায় করছে না বললেই চলে। ফলে যাঁরা তথ্য দিলেন না তাঁদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না। পিআইওরা এই সুযোগ নিয়ে চলেছেন। তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

তৃতীয়ত, এই রাজ্যের সরকারের এখানে কোনো প্রচার কর্মসূচি নেই। বছরের শেষে কোনো রিপোর্ট প্রকাশিত হয় না। এমনকী, রাজ্যপালকে এই আইন নিয়ে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, তাও ভুলে ভরা।

তথ্যের অধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ

সারা দেশ জুড়ে অনেক সংগঠন এই অধিকার নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নারী, পুরুষ, ধনী, গরিব নির্বিশেষে এই আইনের সুফল যাতে পায় তার জন্য এরা উঠে পড়ে লেগেছে। কিছু কিছু অনলাইন ফোরামও তৈরি হয়েছে। এরকম একটা ফোরামে আপনিও যোগ দিন বা একটা ফোরাম আপনি নিজেই তৈরি করুন।

RTI আন্দোলনে সামিল হওয়া

এই আইনের বলে, ইতিমধ্যে পাওয়া সফলতার খবরগুলো দেওয়া নেওয়া করতে ও এই আইনের উপযুক্ত সরকারি উদ্যোগকে চাঙ্গা করতে, সারা দেশ জুড়ে বেশ কিছু সংগঠন কয়েকটি সমন্বয় গড়ে তুলেছে। যেমন, জাতীয় স্তরে তথ্যের অধিকার আইন নিয়ে সওয়াল করতে, ১৯৯৬ সালে তৈরি হয় ন্যাশনাল ক্যামপেন ফর পিপলস রাইট টু ইনফর্মেশন (NCPRI)। তথ্যের অধিকারকে আইনে পরিণত করতে ও আইনের ব্যবহার-ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এই সমন্বয় ভূমিকা নিয়েছিল। এছাড়াও আরো কিছু সংগঠন সারা দেশ জুড়ে ইন্টারনেট মারফত, এই আইন নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন মহারাষ্ট্রে এই আইন নিয়ে উৎসাহীরা এরকমই একটি সমন্বয় গঠন করেছে হাম জানেঙ্গে (Hum Janenge) নামে। এরা তথ্যের অধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, আইনের ব্যবহার ও ত্রুটি নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করে এবং তথ্যের অধিকার বিষয়ে পুরো কর্মকাণ্ডের তদারক করে। একইভাবে কর্ণাটকে ''আইনজীবীরা তৈরি করেছে 'ক্রিয়া কাট্টে'' (Kria Katte) বলে এক মঞ্চ। এই মঞ্চও ইন্টারনেটের সাহায্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের এবং বিভিন্ন স্থানের মানুষকে একত্র করে এই আইন নিয়ে এক যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলছে।

সংযোজনী ১ : তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫

সংযোজনী ২ : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৬

সংযোজনী ৩ : ত্রিপুরা তথ্য অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৫

ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৫

ত্রিপুরা গেজেট

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

এক্সট্রা অর্ডিনারি ইস্যু

আগরতলা, শুক্রবার ৭ অক্টোবর, ২০০৫ খৃষ্টাব্দ, ১৫ আশ্বিন ১৯২৭ শকাব্দ

প্রথম অংশ - ত্রিপুরা সরকার, হাইকোর্ট, ট্রেজারি ইত্যাদি কর্তৃক আদেশ এবং প্রজ্ঞাপন

ত্রিপুরা সরকার

সাধারণ প্রশাসন (প্রশাসনিক সংস্কার) বিভাগ সচিবালয়, আগরতলা

ফাইল নং. এফ ৩(৫)-জিএ(এআর)/২০০৫(এল)

তারিখ : আগরতলা ৭ অক্টোবর ২০০৫

প্রজ্ঞাপন

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ২৭ নং ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে বাধিত হয়েছে যথা:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও সূচনা

এ) এই নিয়মাবলী ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৫ নামে পরিচিত হবে।

বি) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখ থেকে এই নিয়মাবলী কার্যকর হবে।

২) সংজ্ঞা

প্রসঙ্গক্রমে ভিন্নপ্রকার দ্যোতনা না থাকলে এই নিয়মাবলী দ্বারা

এ) 'এই আইন' বলতে অভিব্যক্তি অনুসারে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ বুঝতে হবে।

বি) 'সরকার' বলতে ত্রিপুরা সরকার বুঝতে হবে।

সি) 'নমুনা' বলতে যেকোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ইত্যাদির জন্য অথবা অন্য কোনো সামগ্রী সরবরাহ হলে তার একটা প্রতিরূপ বা সামগ্রীর নমুনার কথা বলা হয়েছে।

ডি) 'ধারা' বলতে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ধারা বুঝতে হবে।

ই) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও অভিব্যক্তির কোনো ব্যাখ্যা না থাকলে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ব্যাখ্যা বা অর্থ প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আবেদন ফি, ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি

কোনো ব্যক্তি তথ্যের জন্য স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা রাজ্য জনতথ্য আধিকারিক বা এসপিআইও-এর কাছে যদি আবেদন করেন তবে তাকে যে ফি দিতে হবে :

বিষয়	ফি
এ) তথ্য জানার আবেদনের সাথে দেয় ফি	১০ টাকা, রসিদের বিনিময়ে নগদে
বি) কাগজে ছাপানো কোনো তথ্য, নথি ইত্যাদি	i) প্রতিটি A4 বা A3 অথবা তার থেকে ছোটো মাপের ছাপানো পাতার জন্য ২ টাকা হারে ii) এর থেকে বড় মাপের কাগজের জন্য বর্তমান বাজারদরে
সি) নমুনা / মডেল	বর্তমান বাজারদরে
ডি) তথ্য নিরীক্ষণ	প্রথম ঘন্টার জন্য কোনো অর্থ লাগবে না। পরবর্তি প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫টাকা হারে।
ই) ফ্লপি, সিডি, ডিস্কেটে তথ্য সরবরাহ	বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষিত থাকলে তবেই দেওয়া যাবে। প্রতিটি ফ্লপি, সিডি, ডিস্কেটের জন্য ৫০ টাকা হারে।
এফ) ছাপানো প্রকাশনার জন্য	প্রকাশনাটির নির্দিষ্ট দাম অথবা প্রতি পাতা ফোটোকপি বা সংক্ষিপ্তসারের জন্য প্রতি পাতা ২টাকা হারে।

৪) তথ্যের জন্য আবেদনকারীর দেয় ফি ও ফি দেওয়ার পদ্ধতি

(১) আবেদনকারী এই নিয়মাবলীর শেষে সংযোজিত ফর্ম নং ১ এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্টেট অ্যাসিট্যান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা রাজ্য সহকারী জন তথ্য আধিকারিক বা এসএপিআইও-এর কাছে রসিদের পরিবর্তে নগদের মাধ্যমে আবেদন ফি জমা করবেন।

(২) রাজ্য অর্থ দপ্তর দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট হেড বা হিসেবের শিরোনামে, প্রতি সপ্তাহে, এসএপিআইও জমা করবেন।

(৩) আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীকে তথ্য পাওয়ার জন্য ফি এসএপিআইও'র কাছে জমা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এসএপিআইও আবেদন পত্রে অর্থের পরিমাণ, রসিদ নম্বর তারিখ বসিয়ে পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার বা জনতথ্য আধিকারিক বা পিআইও'র কাছে আবেদনপত্র গ্রহণের ৫ দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন।

৫) আবেদন গ্রহণের খবর

(১) পিআইও তথ্যের আবেদন গ্রহণের পরে এই নিয়মাবলীর সাথে সংযোজিত ফর্ম নম্বর ২ অনুযায়ী আবেদনকারীকে জানাবেন। এর সাথে তথের জন্য আবেদনকারীকে কত টাকা দিতে হবে এবং কীভাবে ওই টাকার হিসেব করা হল তা জানাবেন।

(২) আবেদনকারীকে আবেদন গ্রহণের পত্র যেদিন পিআইও পাঠাবেন সেদিন থেকে যে দিন আবেদনকারী তথ্যের জন্য অতিরিক্ত টাকা জমা দেবেন সেই সময়টা আইনে উল্লিখিত ৩০ দিনের মধ্যে ধরা হবে না।

৬) আংশিক তথ্য সরবরাহের বা আবেদন বাতিলের খবর

কোনো আবেদনপত্র অনুযায়ী পিআইও যদি এই আইন মোতাবেক মনে করেন আংশিক তথ্য সরবরাহর করা যাবে বা আবেদন বাতিল করা হবে তবে এই নিয়মাবলীর সাথে সংযোজিত ফর্ম নম্বর ৩ অনুযায়ী আবেদনকারীকে জানাবেন।

৭) আবেদনপত্র দাখিলের প্রমাণ

তথ্যের জন্য আবেদনপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ৪এর১ নিয়মাবলীর ফর্ম নম্বর ১ অনুযায়ী তারিখ সহ নগদের পরিবর্তে যে রসিদ দেওয়া হয়েছে, সেই রসিদই আবেদনপত্র দাখিলের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮) ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ

আবেদনকারীর চাওয়া তথ্য, নথি ইত্যাদি যদি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং তা সরবরাহ করার সুযোগ থাকে তবেই তা ফ্লপি ডিস্ক, সিডি বা ডিস্কেট-এ সরবরাহ করা যাবে।

৯) কোনো সামগ্রীর নমুনা সরবরাহ

(১) পাবলিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবহৃত কোনো সামগ্রীর নমুনা আবেদনপত্রে চাওয়া হয় অথবা তা পরীক্ষা করতে চাওয়া হয় তবে এসপিআইও আবেদনকারীকে ওই নমুনা কবে দেওয়া হবে অথবা তা দেখানো হবে তার তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি জানাবেন। যে পাবলিক কর্তৃপক্ষ ওই সামগ্রী ব্যবহার করে কাজটি করিয়েছে বা যার হেফাজত থেকে ওই নমুনা বা সামগ্রীটি নিতে হবে তাদেরকেও এসপিআইও নোটিস দেবেন।

(২) আবেদনকারীকে নমুনা সরবরাহের সময় নমুনা যাতে বিকৃত না হয় তার জন্য পিআইও যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। এবং নমুনা কোনো সাক্ষীর সামনে প্যাকেট করে বন্ধ বা সিল করে আবেদনকারীর হাতে দেবেন।

(৩) কাজ অথবা তথ্য নিরীক্ষণের সময় একজন সরকারি ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন ও পুরো প্রক্রিয়াটি তদারক করবেন।

(৪) নমুনা নেওয়ার সময় অথবা কাজ বা তথ্য নিরীক্ষণের সময় আবেদনকারীকে তার পছন্দমত একজনকে সাহায্যকারী হিসেবে সঙ্গে রাখতে পারেন।

১০) শংসায়িত বা সার্টিফায়েড কপি সরবরাহ

এসপিআইও বা এসএপিআইও আবেদনকারীকে যে তথ্য বা নথি সরবরাহ করছেন সেই সব তথ্য বা নথির কপির ওপর তার সিলমোহর বা স্ট্যাম্প লাগাবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।

অধ্যায় - ৩
স্টেট ইনফরমেশন কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশন

১১) রাজ্য তথ্য কমিশনের গঠনতন্ত্র

(১) তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ১৫.৩ ধারা অনুযায়ী তিন জনের কমিটি করে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারদের নিয়োগ করতে হবে। যদি নিয়োগের সময় এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতান্তর হয় তবে তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গৃহীত হবে।

(২) যিনি বা যারা রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ হবেন তারা এই আইনের ১৬.৩ ধারা অনুযায়ী শপথ নেবেন এবং একটা মুচলেকা দেবেন যার বয়ান এই নিয়মাবলীর সাথে সংযোজন করা আছে ফর্ম নম্বর ৪ হিসেবে।

অধ্যায় ৪
রাজ্য তথ্য কমিশনে করা অভিযোগ এবং আপিলের নিস্পত্তি

১২) আপিলের নিস্পত্তির ক্ষেত্রে রাজ্য তথ্য কমিশন যে পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

(১) যে কোনো ব্যক্তি যদি অ্যাপলেট অথরিটির বা আপিল আধিকারিকের কাছে করা প্রথম আপিলে সন্তুষ্ট না হন তবে তিনি রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল করতে পারেন।

(২) এই আপিলে তথ্য চাওয়ার সমস্ত ঘটনাক্রম (মেমোরান্ডামের মত করে) লিখতে হবে যাতে নিচে উল্লেখ করা তথ্যগুলি থাকতে হবে

এ) আবেদনকারীর নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা

বি) অ্যাপলেট অথরিটির নাম যার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আপিল করা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ

সি) বিষয়টিতে কোনো তৃতীয়পক্ষ জড়িত থাকলে তার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা

ডি) আপিলকারী যা দাবী করেছে এবং যে কারণ বা কারণগুলিতে সেই দাবী মানা হয়নি তার বয়ান।

ই) যে পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারী আপিল করেছেন

এফ) আপিলকারী কোনো ছাড় চেয়ে থাকলে তার বিবরণ

(৩) কমিশন স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিতে চলবে এবং আপিলের সিদ্ধান্ত ও অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থা পদ্ধতি তৈরি করবে।

আদেশানুসারে
এল এইচ ডারলং
অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি
ত্রিপুরা সরকার

APPENDIX

FORM NO. 1

Money Receipt
(see Rule 4)

Date ..... Receipt No. .....

Received from Sri .....

S/o Sri ..... of ..... village / town ..... the sum of Rs. ..... (Rupees .....) in cash on account of .....(here mention the amount of application fee or other fee).

Signature and designation of the official

FORM NO. 2

Intimation of Acceptance
(see Rule 5)

File No..... Date .....

To
Sri. .....
.....
.....
(Full name & address of the applicant)

Ref : Your application dated ..... seeking information on
.....

Dear Sir / Madam,

With reference to your above sited application I would inform you as follows :-

(a) The information which you have sought is now ready to be supplied to you.
(b) For inspection of the information / work / taking sample of material you may personally appear in the office of the ..... on ..... at ..... a.m. / p.m. along with the helper of your choice.
(c) You are requested to deposit an additional fee of Rs. ..... (Rupees .....) only within seven days of the receipt of this letter and take delivery of the information sought for by you.
(d) The fees has been calculated in the following manner :
.....
.....
(e) If you have any grievance about the above-mentioned amount of fee you have a right to file an appeal against the amount charged of the or the form of access provided within a period of thirty days from the date of receipt of this letter.
(f) The full particulars of the appellate authority to whom you can make an appeal is given below.
.....

Yours faithfully

.....
(Name, designation, address, phone no. etc)

FORM NO. 3

Intimation about part supply of information or rejection of application
(see Rule 6)

Office of the .....

File No..... Date .....

To
Sri. .....
.....
.....
(Full name & address of the applicant)

Ref : Your application dated ..... seeking information on
.....

Dear Sir / Madam,

With reference to your above sited application I would inform you as follows :-

(a) Your application for the above mentioned information has been rejected / accepted for part supply of the information on the following ground(s).
(i) .....
(ii) .....
(iii) .....

(b) You may therefore get part information for which you are to deposit an additional fee of Rs. ..... (Rupees .....) only within seven days from the date of receipt of this letter.

(c) The amount of the above mentioned additional fee has been calculated in the following manner.
.....
.....

(d) If you have any grievance about the above-mentioned amount of fee you have a right to file an appeal against the amount charged of the or the form of access provided within a period of thirty days from the date of receipt of this letter.

(e) The full particulars of the appellate authority to whom you can make an appeal is given below.
.....

Yours faithfully

.....
(Name, designation, address, phone no. etc)

সংযোজনী ৪ : তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ - ইংরেজি

সংযোজনী ৫ : পশ্চিমবঙ্গ তথ্য অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৬ - ইংরেজি

সংযোজনী ৬ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিফিকেশন, ২০০৬

সংযোজনী ৭ : ফি - তুলনামূলক সারণি

১৩ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে)

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
অন্ধ্র প্রদেশ	• গ্রামস্তরে - বিনামূল্য • মন্ডল / ব্লকস্তরে - ৫ টাকা • অন্যান্য ক্ষেত্রে - ১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • দাম-নির্দিষ্ট বই পত্রপত্রিকা, ছাপানো সামগ্রী, ম্যাপ, প্ল্যান, ফ্লপি, সিডি, মডেল বা অন্যান্য সামগ্রী - বিক্রয় মূল্য অনুযায়ী; • 1.44 MB ফ্লপি ৫০ টাকা, সিডি 700 MB - ১০০ টাকা, ডিভিডি - ২০০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • ডাক খরচ অতিরিক্ত; • প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে, পরবর্তী ১৫ মিনিটে ৫ টাকা।	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফ্ট / ব্যাঙ্কার্স চেক
অরুণাচল প্রদেশ	• ৫০ টাকা (বৈদ্যুতিন মাধ্যমে করা আবেদনের জন্য ৭ দিনের মধ্যে আবেদন ফি জমা করতে হবে)। • টেন্ডার বিষয়ক তথ্য/ নিলাম/ দরপত্র/ব্যবসায়িক যুক্তি ৫০০ টাকা	• দাম নির্দিষ্ট বই, পত্র পত্রিকা ছাড়া অন্যান্য তথ্যের জন্য প্রতিপাতা ৫ টাকা দরে; • বই পত্র পত্রিকা- নির্দিষ্ট দাম; **আপিলের ফি** • অ্যাপলেট অথরিটি বা আপিল আধিকারিকের কাছে আপিল - ৫০ টাকা।	ট্রেজারি চালান
আসাম	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী;	রসিদের বিনিময় নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
আসাম (চলছে)		• ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘন্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	
বিহার	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - ৩ টাকা প্রতি পাতা; • ছবি - ১০ টাকা প্রতিটি; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম, ফোটো কপি, সংক্ষিপ্তসার ২ টাকা প্রতি পাতা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ঘণ্টা ৫ টাকা হারে। **আপিল ফি** - অ্যা৫পলেট অথরিটি - ১০ টাকা।	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক /নন জুডিশিয়াল স্যাম্প পেপার
ছত্রিশগড়	১০ টাকা	• A4 / A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি / সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী;	রসিদের বিনিময়ে নগদ/ ট্রেজারি চালান

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
ছত্রিশগড় (চলছে)		• তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘন্টার জন্য ৫০ টাকা, এরপর প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে। **আপিলের ফি** • অ্যাপলেট অথরিটি বা আপিল আধিকারিকের কাছে প্রথম আপিল - ৫০ টাকা(ডাকে ৭৫ টাকা); • রাজ্য ইনফরমেশন কমিশনে দ্বিতীয় আপিল- ১০০ টাকা (ডাকে ১২৫ টাকা); **দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য** • কোনো ব্যক্তি জীবনধারণ বিষয়ক তথ্য হলে আবেদন অনুযায়ী দেওয়া হবে; • অন্যান্য তথ্যের জন্য, আবেদন অনুযায়ী A4 মাপের ৫০ পাতা ফোটোকপি বা ১০০ টাকার মধ্যে দাম হলে বিনামূল্যে দেওয়া যাবে। যদি A4 মাপের ৫০ পাতা ফোটোকপি বা ১০০ টাকা দামের অতিরিক্ত মূল্যে তথ্যের জন্য খরচ হতে পারে দেখা যায়, তবে আবেদনকারীকে তথ্য সামগ্রী বা ফাইল দেখতে দেওয়া হবে। **বিপিএল নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য** কোনো মানুষের জীবন বিষয়ক তথ্য হলে প্রতি পাতা তথ্যের জন্য ১০০ টাকা অথবা তথ্য চাহিদা অনুযায়ী দিতে যতটা মানব সম্পদ, কমপিউটারে লেগেছে তার হিসেব দাম ধরা হবে।	নগদ/নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপার

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
কেন্দ্রীয় সরকার/ দিল্লি/আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ/চণ্ডীগড়	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা ; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ঘণ্টা ৫ টাকা।	রসিদের বিনিময় নগদ / ডিমান্ড ড্রাফ্ট / ব্যাঙ্কার্স চেক /ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার
দমন ও দিউ/ দাদরা ও নগর হাভেলি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	২৫ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ফ্লপি - ৫০ টাকা; • সিডি - ১০০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - যেদিন আবেদন করা হয়েছে তার থেকে ১০ বছরের পুরানো তথ্যের জন্য ১০০ টাকা প্রতিদিন। আরো পুরানো তথ্যের জন্য অতিরিক্ত ২৫ টাকা প্রতিদিন। দিনে ৩ ঘণ্টার বেশি তথ্য নিরীক্ষণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।	ট্রেজারি চালান (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, দমন ও স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র, দিউ)

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
গোয়া	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটোকপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা ; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে এরপর প্রতি ঘন্টা ৫টাকা হারে।	নগদ / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট / ব্যাঙ্কার্স চেক
গুজরাট	২০ টাকা (বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আবেদন করলে আবেদনের ৭ দিনের মধ্যে ফি জমা করতে হবে।)	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্ধারিত দাম; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • তথ্য নিরীক্ষণ- প্রথম আধ ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি আধ ঘণ্টার জন্য ২০ টাকা হারে। যেসব ক্ষেত্রে তথ্য নিরীক্ষণের জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা রয়েছে এবং নির্দিষ্ট ফি রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে উপরোক্ত ফি নির্ধারিত হবে না- পুরানো ফি বহাল থাকবে।	নগদ / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট / পে অর্ডার / নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প/ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার
হরিয়ানা	৫০ টাকা	• ছাপানো প্রকাশনা - নির্ধারিত দাম অথবা প্রতি পাতা ১০ টাকা হারে; • A4 /A3 পাতা - ১০ টাকা প্রতি পাতা;	ট্রেজারি চালান / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/রসিদের বিনিময়ে অর্ডার/পোস্টাল অর্ডার

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
হরিয়ানা (চলছে)		• বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ফ্লপি - ৫০ টাকা; • সিডি - ১০০ টাকা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটে ১০ টাকা হারে।	
হিমাচল প্রদেশ	১০ টাকা	• ছাপানো প্রকাশনা - নির্ধারিত দাম; • A4 / বা তার থেকে ছোট পাতা - ১০ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - ন্যূনতম ২০ টাকা প্রতি পাতা, এর থেকে দাম বেশি হলে বাজারদর অনুযায়ী; • ফ্লপি - ৫০ টাকা; • সিডি - ১০০ টাকা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রতি ১৫ মিনিটে ১০ টাকা।	ট্রেজারি চালান / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট
ঝাড়খন্ড	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্ধারিত দাম, এর থেকে ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার - প্রতি পাতা ২ টাকা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ- প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটে ৫ টাকা।	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
কর্ণাটক	১০ টাকা	• A4 পাতা - ১ টাকা প্রতি পাতা; • ম্যাপ, প্ল্যান, রিপোর্ট, আংশিক তথ্য, প্রযুক্তিগত তথ্য, নমুনা বা মডেল পিআইও কর্তৃক নির্দ্ধারিত দাম; • ফ্লপি/সিডি/ডিসকেট/ বা অন্যান্য বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম- ৫০ টাকা প্রতিটি; • তথ্য নিরীক্ষণ- প্রথম ঘন্টা বিনামূল্যে, পরবর্তী প্রতি আধ ঘন্টার জন্য ১০ টাকা হারে; • কাজ নিরীক্ষণ- পি আই ও কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য।	ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার / ডিমান্ড ড্রাফ্ট / ব্যাঙ্কার্স চেক / নগদে অথবা কর্নাটক ফিনান্সসিয়াল কোড অনুযায়ী ট্রেজারিতে জমা করতে হবে / পে অর্ডার পিআইও-র নামে হবে
কেরল	১০ টাকা	• A4 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা প্রতিটি/প্রতি পাতা ছাপার খরচ - ২ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে এরপর প্রতি আধঘণ্টা ১০ টাকা হারে।	রসিদের বিনিময়ে নগদ/ কোর্ট ফি স্ট্যাম্প/ ট্রেজারি চালান / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক
মধ্য প্রদেশ	১০ টাকা; ১০ টাকা আবেদন ফি স্বেচ্ছাবিবৃতি তথ্যের জন্য	• A4/A3 পাতা - প্রতি পাতা ২ টাকা; • ছাপানো অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দেওয়া - বাজারদর অনুযায়ী; • ফ্লপি/ডিসকেট/ভিডিও ক্যাসেট -	রসিদের বিনিময়ে নগদ / নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
মধ্য প্রদেশ (চলছে)		এস.পিআইও কর্তৃক নির্ধারিত দাম; • নমুনা - এসপিআইও কর্তৃক নির্ধারিত দাম; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বা তার কম; সময়ের জন্য ৫০ টাকা এরপর প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ২৫ টাকা। **আপিল ফি** - • আপিল আধিকারিকের কাছে প্রথম আপিল - ৫০ টাকা; • রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল - ১০০ টাকা।	
মনিপুর	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটোকপি / সংক্ষিপ্তসার - ২টাকা প্রতি পাতা; • নক্শা, ডকুমেন্ট - নির্দিষ্ট দাম • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক
মেঘালয়	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক

সরকার		তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
মেঘালয় (চলছে)		ফোটো কপি / সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ঘন্টা ৫ টাকা।	ট্রেজারি চালান (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া দমন ও স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র দিউ)
মিজোরাম	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি / সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা / মডেল / ভিডিও ক্যাসেট / বাজার দর অনুযায়ী মাইক্রো ফিল্ম - শ্রম সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক খরচের ভিত্তিতে এসপিআইও দাম ঠিক করবেন। • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ঘণ্টার জন্য ৫ টাকা হারে। **আপিল ফি** - • অ্যাপলেট অথরিটির কাছে প্রথম আপিল - ৪০ টাকা, দ্বিতীয় আপিল - ৫০ টাকা।	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ট্রেজারি চালান **অতিরিক্ত ফি** নগদে **আপিল ফি** কোর্ট ফি স্ট্যাম্প
মহারাষ্ট্র	১০ টাকা	• A4/A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ম্যাপ/দলিল ইত্যাদি - নির্ধারিত দাম; • প্রকাশনা - নির্ধারিত দাম ফোটো কপি / সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি কপি;	**আবেদন ফি** - রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক / কোর্ট ফি স্ট্যাম্প

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
মহারাষ্ট্র (চলছে)		• অতিরিক্ত ডাক মাশুল - অফিসে উপস্থিত হয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে কোনো ডাক মাশুল লাগবে না; • ফ্লপি / সিডি - ৫০ টাকা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে। **আপিল ফি** - • আপিল আধিকারিকের কাছে প্রথম আপিল - ২০ টাকা; • রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল - ২০ টাকা।	**অতিরিক্ত ফি** - রসিদের বিনিময়ে নগদ /ডিমান্ড ড্রাফট্/ব্যাঙ্কার্স চেক /মনি অর্ডার **আপিল ফি** - রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড় ড্রাফট /ব্যাঙ্কার্স চেক /কোর্ট ফি স্ট্যাম্প
নাগাল্যান্ড	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ঘণ্টা ৫ টাকা হারে।	রসিদের বিনিময়ে নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
ওড়িশা	১০ টাকা	• A4/A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • A4 পাতা - কমপিউটার থেকে প্রিন্ট নিলে প্রতি পাতা ১০ টাকা; • ম্যাপ, প্ল্যান - শ্রম, সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের ভিত্তিতে পিআইও দাম ঠিক করবেন; • ভিডিও ক্যাসেট/মাইক্রোফিল্ম/মাইক্রোফিসে অন্যান্য আনুষঙ্গিক (শ্রম সামগ্রী, যন্ত্রপাতি) খরচের ভিত্তিতে পিআইও দাম ঠিক করবেন; • সিডি কভার সমেত - ৫০ টাকা; • ফ্লপি ডিসকেট (1.44 MB) - ৫০ টাকা ; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে, এরপর প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে । **আপিল ফি** • অ্যাপলেট অথরিটির কাছে প্রথম আপিল - ২০ টাকা; • রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপিল - ২৫ টাকা	**আবেদন ফি** ট্রেজারি চালান / নগদ **অতিরিক্ত ফি** রসিদের বিনিময়ে নগদ/ ডিমান্ড ড্রাফট/ ব্যাঙ্কার্স চেক **আপিল ফি** কোর্ট ফি
পুডুচেরী	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম; ফোটো	নগদ/ডিমান্ড ড্রাফট্/ব্যাঙ্কস চেক

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
পুডুচেরী (চলছে)		কপি ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটে ৫ টাকা হারে।	
পাঞ্জাব	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে; পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	নগদ / ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ / ট্রেজারি চালান / ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার
রাজস্থান	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম, ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিট ৫ টাকা।	রসিদের বিনিময়ে নগদ/ ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
সিকিম	১০০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ১০ টাকা প্রতি পাতা ডাক মাসুল আলাদা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী এবং ডাক মাশুল; • নমুনা /মডেল - দাম বিভাগ ঠিক করবে এবং ডাক মাশুল; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি, সংক্ষিপ্তসার- ৫ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা (যদি কমপিউটারে তথ্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে); • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে । **আপিল ফি** অ্যাপলেট অথরিটির কাছে প্রথম আপিল - ১০০ টাকা, দ্বিতীয় আপিল - ১০০ টাকা - রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে।	ব্যাঙ্ক রসিদ
তামিল নাড়ু	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তাসার- ২ টাকা প্রতি পাতা;	নগদ / ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
		• ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতিঘণ্টা ৫ টাকা।	
ত্রিপুরা	**১০ টাকা**	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা (যদি কমপিউটারে সংরক্ষিত হয়ে থাকে); • নমুনা / মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	রসিদের বিনিময়ে নগদ
উত্তর প্রদেশ	**১০ টাকা**	• A4 /A3 পাতা লেখা বা ফটোকপি - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম; ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘন্টা ১০ টাকা, পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	নগদ, ডিমান্ড ড্রাফট / ব্যাঙ্কার্স চেক / ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার

সরকার	আবেদন ফি	তথ্যের জন্য ফি	অর্থদানের পদ্ধতি
উত্তর প্রদেশ (চলছে)		• ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা (যদি কমপিউটারে তথ্য সংরক্ষিত হয়ে থাকে); • নমুনা মডেল - বাজারদর অনুযায়ী।	
উত্তরাখন্ড	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম ফোটো কপি/সংক্ষিপ্তসার- ২ টাকা প্রতি পাতা ; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা ; • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রথম ঘণ্টা বিনামূল্যে পরবর্তী প্রতি ১৫ মিনিটের জন্য ৫ টাকা হারে।	নগদ / ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট / ব্যাঙ্কার্স চেক / ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার / ট্রেজারি চালান / নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপার
পশ্চিমবঙ্গ	১০ টাকা	• A4 /A3 পাতা - ২ টাকা প্রতি পাতা; • বড় পাতা - বাজার দর অনুযায়ী; • ছাপানো প্রকাশনা - নির্দিষ্ট দাম, ফোটো কপি ২ টাকা প্রতি পাতা; • ফ্লপি/সিডি - ৫০ টাকা (কমপিউটার নির্ভর তথ্য থাকলে তবেই সরবরাহ করা হবে); • নমুনা/মডেল - বাজারদর অনুযায়ী; • তথ্য নিরীক্ষণ - প্রতি ১৫ মিনিটে ৫ টাকা হারে।	কোর্ট ফি

সংযোজনী ৮ : আপিলের নিয়মনীতি

(২৮ মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে)

কেন্দ্র ও কয়েকটি রাজ্য সরকার এই আইনের আপিল করার পদ্ধতি নিয়ে আলাদা আলাদা বেশ কিছু নিয়মনীতি তৈরি করেছে। অরুণাচল প্রদেশ, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, ত্রিপুরা ও আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের এরকম আলাদা আলাদা নিয়মনীতি আছে। এই নিয়মনীতিগুলো খুব বড়সর হওয়ার দরুন, সি এইচ আর আই চাইলেও এখানে আইনগুলোকে হুবহু তুলে ধরা সম্ভব নয়। এমনকি নিয়মনীতিগুলির সংক্ষিপ্তসার তৈরি করলেও, প্রয়োজনীয় অনেক কিছু বাদ চলে যেতে পারে।

এই নিয়মনীতিগুলি আসলে নির্দিষ্ট অ্যাপলেট অথরিটি বা ইনফরমেশন কমিশনের কাছে কীভাবে আপিল করতে হবে তার পদ্ধতির বিস্তারিত পরিচয়। যদি কেন্দ্রীয় সরকারের এই নিয়মনীতি জানতে চান তবে কর্মচারী কল্যাণ, জন অভিযোগ ও অবসরভাতা মন্ত্রকের RTI ওয়েবসাইটে চলে যান। খোঁজ করুন http://righttoinformation.gov.in/ এই সাইটে। আর আপনার রাজ্যের কথা জানাতে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটটি খুলুন।

যদিও আপিল করতে কোনো নির্দিষ্ট আবেদনমূল্য লাগবে না এরকমই বলা আছে আইনে; তবুও কিছু কিছু রাজ্য সরকার আপিলের জন্য আবেদন-মূল্য নির্দিষ্ট করেছেন। আইন অনুযায়ী এই নির্ধারিত মূল্য কিন্তু গ্রাহ্য হবার কথা নয়। আপনার যদি মনে হয় তবে আপনি এই নিয়ে রাজ্য তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে পারেন, যেখানে আপনি এই নির্ধারিত মূল্যকে আইনসম্মত নয় এই ঘোষণা কমিশনের তরফে করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট সরকারি দফতর যাতে ওই মূল্য না নেয় সেই ঘোষণার অনুরোধও করতে পারেন। যে সব রাজ্য এই আপিল ফি নির্দিষ্ট করেছে তাদের নাম ও নির্ধারিত মূল্য নীচে দেওয়া হল।

Government	Fee for Appeal to AA	Fee for Appeal to IC	Mode of Payment
Arunachal Pradesh	Nil	Rs. 50	Treasury challan
Madhya Pradesh	Rs. 50	Rs. 100	Cash/non-judicial stamp
Maharashtra	Rs. 20	Rs. 20	Cash against receipt / demand draft / bankers' cheque/court fee stamp
Orissa	Rs. 40	Rs. 50	Court fee stamp
Bihar	Rs. 10		Cash against receipt/demand draft / banker's cheque / non judicial stamp paper.
Mizoram	Rs. 40	Rs. 50	Court fee stamp
Chhattisgarh	Rs. 50 (Rs. 75 if sent by post)	Rs. 100 (Rs. 125 if sent by post)	Cash / non judicial stamp paper
Sikkim	Rs. 100	Rs. 100	Bank acecipt

সংযোজনী ৯ : ইনফরমেশন কমিশনগুলির ঠিকানা

(১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে)

Central Information Commission
Mr Wajahat Habibullah
Chief Information Commissioner
August Kranti Bhawan, Room No. 295-315
2nd Floor, B Wing Bhikaji Cama Place
New Delhi.
Ph. : 011-2618051/0514/0517/0532
E-mail : whabibullah@nic.in
Website : http.//www.cci.gov.in

Andaman & Nicobar Islands/Puducherry Chandigarh (UT)
Central Information Commission
August Kranti Bhawan, Room No. 295-315,
2nd Floor, B-Wing, Bhikaji Cama Place,
New Delhi
Ph. : 011-26180512/0514/0517/0532
E-mail : whabibullah@nic.in
Website : www.cic.gov.in

Andhra Pradesh Information Commission
Mr C.D. Arha,
State Chief Information Commissioner
Ground Floor, HACA Bhawan
Opp. Public Gardens
Hyderabad – 500004
Off: 040 - 23230607, Fax : 040-23230592
Mobile: 0-9949099801
E-mail : info.apic@gmail.com
Website : www.apic.gov.in

Arunachal Pradesh Information Commission
Mr. Nyodek Yonggam
State Chief Information Commissioner
Secretariat Annexe, Itanagar

Assam Information Commission
Mr. R.S. Mooshahary
State Chief Information Commissioner
Janata Bhawan, Dispur-781006, Guwahati
Off:0361-2262704/2261676, Fax : 0361-2261900
Email : scic-as@nic.in, scic@sicassam.in
Website : www.sicassam.in

Bihar Information Commission
Mr. Sashank Kumar Singh
State Chief Information Commissioner
4th Floor, Soochana Bhawan
Bailey Road,
Patna - 800021
Ph. : 0612-2225713,
Fax : 0612-2235466
E-mail : query@bsic.co.in
Website : www.bsic.co.in

Chhattisgarh Information Commission
Mr A K Vijayvargia
State Chief Information Commissioner
Nirmal Chayya Bhawan
Near Bottle House, Mira Dattar Road
Shankar Nagar, Raipur – 492007
Off: 0771-4024406, Email: akvijayvariga@nic.in
Website : www.cg.nic.in/sic

Daman & Diu / Dadra & Nagar Haveli
Central Inforamtion Commission
August Kranti Bhawan,
Room No. 295-315
2nd Floor, B Wing Bhikaji Cama Place
New Delhi.
Ph. : 011-2618051/0514/0517/0532
E-mail : whabibullah@nic.in
Website : http.//www.cci.gov.in

Goa Information Commission
Mr. A Venkatratnam
State Chief Information Commissioner
Shrama Shakti Bhawan
Ground floor, Patto Plaza,
Panaji - 403401
Off : 0832-2437880
Mobile : 09860287282
E-mail : avr@nic.in,
website : www.egov.goa.nic.in/rtipublic/sic.aspx

Gujarat Information Commission
Mr. R.N. Das
State Chief Information Commissioner
1 Floor, Bureau of Economics & Statistics
Building, Sector 18, Near Police Bhawan
Gandhinagar - 382010
Off:079-23252701/23252966,Mob. : 9427306088
Email: gscic@gujrat.gov.in
Website : www.gic.guj.nic.in

Haryana Information Commission
Mr G Madhavan
State Chief Information Commissioner
SCO No. 70-71, Sector 8C
Madhya Marg, Chandigarh
Off: 0172 - 2726568, Fax: 0172 - 2726568
Email: madhavang@hry.nic.in
Website : www.cicharyana.gov.in

Himachal Pradesh Information Commission
Mr P. S. Rana
State Chief Information Commissioner
Lotus Villa, Ravensdale, Shimla -171002
Ph. : 0177-2621904/2621529
Fax : 0177-2621154
Email: scic-hp@nic.in
Website : http://admis.hp.nic.in/sic

Jharkhand Information Commission
Mr. Hari Shankar Prasad
State Chief Information Commissioner
Engineering Hostel No. 2, HEC Campus
Dhurawa, Ranchi - 834004
Mobile : 09431364947
Website : www.jharnet.gov.in/JSIC/JSIC.htm

Karnataka Information Commission
Mr K K Misra
State Chief Information Commissioner
3rd Floor, 3rd Stage, Multistoried Buildings
Dr. Ambedkar Road, Bengaluru - 560001
Off: 080-22371191/93/94, Fax: 080-22371192
Email: scic@karnataka.gov.in, kk.scic@nic.in
Website : www.kic.gov.in

Kerala Information Commission
Mr Palat Mohandas
State Chief Information Commissioner
Punnen Road
Thiruvananthapuram – 695039
Off: 0471-2320920, Fax: 0471-2330920
Website : http://keralasic.gov.in

Madhya Pradesh Information Commission
Mr. P. P. Tiwari
State Chief Information Commissioner
Nirvachan Bhawan, 2nd Floor,
58, Arera Hills, Bhopal – 462011
Off: 0755-2761366/67/68
Fax: 0755-2761368
Website : www.mpsic.nic.in

Maharashtra Information Commission
Dr Suresh Vinayakrao Joshi
State Chief Information Commissioner
13th Floor, New Administrative Building
Opposite Mantralaya, Madam Cama Road
Mumbai – 400032
Off: 022-22856078/22793103
Mobile: 0 - 9821525427
Email: sureshjosh@gmail.com,
sureshjoshi-cic@hotmail.com
Website : http://sic.maharashtra.gov.in

Manipur Information Commission
Mr. R.K. Angousana Singh
State Chief Information Commissioner
Room No. 58, Manipur Secretariat,
New Block, Imphal- 795001
Off: 0385 - 2226302, Fax: 0385 - 22256302

Meghalaya Information Commission
Mr G P Wahlang
State Chief Information Commissioner
Meghalaya Secretariat, Room No. 226
Shillong - 793001
Off: 0364-2229345, Fax : 0364-2225978
Email: gpw@shillong.meg.nic.in
rti-meg@nic.in,
Website : www.mearti.gov.in

Mizoram Information Commission
Mr. Robert Hrangdawla
State Chief Information Commissioner
Khatta, Capital Complex, Aizawl - 796001
Off : 0389-2334826 / 33
Mobile : 09436140247

Nagaland Information Commission
Mr P Talitemjen Ao
State Chief Information Commissioner
Old Secretariat Complex, P.B. No. 148
Kohima - 797001
Off: 0370-2291595, Fax : 0370-2291798
Email : office@nic.gov.in,
Website : www.nlsic.gov.in

Orissa Information Commission
Mr Dhirendra Nath Padhi
State Chief Information Commissioner
State Guest House Annexe, Room No. 44;
Unit 5, Bhubaneshwar- 751001
Off: 0674-2539007, Fax: 0674 - 2535404/403
Email : orissasoochana@ori.nic.in
Website: www.orissasoochanacommission.nic.in

Punjab Information Commission
Mr Rajan Kashyap
State Chief Information Commissioner
SCO No. 84-85 Sector 17C,
Chandigarh - 160017.
Off: 0172-4630054, Fax:0172-4630052
Email: scic@punjabmail.gov.in
Website : www.infocommpunjab.com

Rajasthan Information Commission
Mr. M.D. Kaurani
State Chief Information Commissioner
HCM Rajasthan Institute of Public Administration (OTS)
Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur-302017
Tel. : 0141-2700645, Fax : 0141-2702342
Website : www.ric.rajasthan.gov.in

Sikkim Information Commission
Mr. D.K. Gazmer
State Chief Information Commissioner
Lower Secretariat, Gangtok - 737101
Off. : 03592-203677
Website : www.cicsikkim.gov.in

Tamil Nadu Information Commission
Mr S Ramakrishnan
State Chief Information Commissioner
Kamadhenu Co-operative Supermarket Building, 1st Floor, Teynampet (near Vanavil),
378 Annasalai, Chennai-600018
Off: 044 - 26403355
Website : www.tnsic.gov.in

Tripura Information Commission
Mr B. K. Chakraborty
State Chief Information Commissioner
Secretariat Annexe Building
Gurkha Basti, Pt. Nehru Complex
P.O. Abhaynagar, Agartala - 799006
Off: 0381 -2218021, Mobile : 9436120039
E-mail : scic-tic-tr@nic.in

Uttarakhand Information Commission
Dr. R.S. Tolia
State Chief Information Commissioner
C-1 0, Sector 1, Defence Colony
Dehradun - 248001
Off: 0135-2666778, Fax: 0135-2666779
Email : uic@gmail.com
Webiste : www.gov.ua.nic.in/uic

Uttar Pradesh Information Commission
Justice M. A. Khan
State Chief Information Commissioner
6th Floor, Indira Bhawan, Alipore
Lucknow - 226001
Off : 0522-2288599 / 2288598
Website : www.upsic.up.nic.in

West Bengal Information Commission
Mr Arun Bhattacharya
State Chief Information Commissioner
2nd Floor Bhabani Bhawan, Alipore
Kolkata - 700027
Off: 033-2225858, Fax : 033-2479166
E-mail : scic@wb.nic.in,
Website : www.wbic.gov.in

সংযোজনী ১০ : তথ্য ও সূত্র

Resources & Links

- Government of India Right to Information Website
  The official RTI website of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions which provides links to the full text of the RTI Act and the Rules prescribed by the Central Government.
  Website: http://righttoinformation.gov.in
- Right to Information - A Citizen Gateway
  A RTI portal developed by the Government of India for citizens to access information published by government departments on the web.
  Website: http://rti.gov.in/
- Central Information Commission
  The official website of the Central Information Commission which gives citizens an insight into the functioning of the Commission, its decision making processes, decisions on appeals and complaints, etc.
  Website: http://www.cic.gov.in
- Commonwealth Human Rights Initiative
  A comprehensive background to the right to information movement in India along with the latest developments at the Centre and the States.
  Email: chriall@nda.vsnl.net.in
  Website: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/india.htm
- National Campaign for People's Right to Information (NCPRI)
  The NCPRI was formed to advocate for the right to information at the national level. It is a national forum for civil society groups, activists and individuals across India to share their experiences on the right to information and is a platform for discussion, debate and advocacy between individuals and the Government.
  Email: ncprimailinglist@yahoogroups.com
  Website: www.righttoinformation.info
- India Right to Information BlogSpot
  An online blog capturing the lastest debates, news and information on RTI across the country.
  Website: http://www.indiarti.blogspot.com
- Parivartan (New Delhi)
  A leading citizen's group working for right to information in Delhi, which has regularly reported on its struggles to access information from the Delhi Government and has successfully used the right to information.
  Website: http://www.parivartan.com/
- HumJanenge (On-Line Discussion Board, Maharashtra)
  An online discussion board focused on the monitoring the use and implementation of the right to information in India, providing a forum for discussing issues/problems and sharing successes. Hum Janenge's primary networking mode is via their listserve, which all members of the public are welcome to sign up to.
  Email: humjanenge@yahoogroups.co.in
- KRIA Katte (On-Line Discussion Board, Karnataka)
  An online platform for interested groups and individuals to meet, share experiences and spread awareness about the right to information in Karnataka. The group closely monitors the implementation of the RTI Act in Karnataka and across the country.
  Email: kria@yahoogroups.com, Website: http://groups.yahoo.com/group/kria
- The National RTI Act Helpline (080) 660-00-999 (The Manjunath Shanmugam Trust helpline)
  The National Helpline provides in formation about RTI Act, guidance to the caller through the application; first and second appeal processes and also provides contacts of RTI activists across the country. The helpline is run by trained people who provide information in four languages: English, Hindi, Kannada and Tamil for 7 days a week from 8 am - 8 pm.
  Website : http://www.manjunathshanmugamtrust.org.

■ Right to Information Group, Aligarh, Uttar Pradesh
Website : http://www.rtigroupaligarh.blogspot.com

■ SARTIAN
South Asia Right to Information Advocates Network is an email discussion group moderated by CHRI to share RTI best practices and push for the adoption of transparency laws in South Asian countries.

■ Jankari
Jankari is a call centre in Bihar for facilitating use of RTI especially by people living in villages who are unable to read and write. The call center executives virtually write applications on behalf of the people. A sum of Rs. 10 as application fees is automatically charged in the caller telephone bill. The caller is allotted a registration number by the call centre ph. No. 155331.

তথ্যের অধিকার বিষয়ে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের সরকারি, অসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিদের নাম এবং যোগাযোগের ঠিকানা

• পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য কমিশন
রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার -শ্রী অরুণ কুমার ভট্টাচার্য্য, সচিব - শ্রী নন্দন রায়
ফোন ও ফ্যাক্স : ২৪৭৯ ১৯৬৬,
ইমেল : scic@wb.nic.in

• রাজ্যের নোডাল এজেন্সি
অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ট্রেনিং ইনসটিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ফোন : ২৩৩৭০১২০, ৪০৪৩, ফ্যাক্স : ২৩৩৭ ৪০১৫
ইমেল:atiwb@giascl01.vsnl.net.in, ওয়েবসাইট : www.atiwb.nic.in
নোডাল অফিসার : শ্রী গৌতম সেনগুপ্ত

• রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট
http://rtiwb.gov.in/ (এই সাইটের আগের নাম ছিল http://kolkata.wb.nic.in/rti)

• স্বনির্ভর
ফোন : (৯৫৩২১৭) ২৩৭৪৪৬,
ইমেল : swanirvar@vsnl.net
মহঃ সালাহ্উদ্দিন

• লোক কল্যাণ পরিষদ
ফোন : ২৪৬৫৭১০৭, ৫৫২৯১৮৭৮, ইমেল: lkp@lkp.org.in, ডঃ অশোক সরকার

• ক্যালকাটা সামারিটান
ফোন : ২২২৯৯৭৩১,৫৯২০,
ফ্যাক্স : ২২১৭ ৮০৯৭
ইমেল: calsam@vsnl.net - সাবির আহমেদ

• ইনসটিটিউট ফর মোটিভেটিং সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট (ইমসে)
ফোন : ২৪৭৩২৭৪০, ২৪৭২ ৫৫৭১
ইমেল : bipimse@cal.uml.net.in

• ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার (সার্ভিস সেন্টার)
ফোন : ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬
ইমেল : drcsc@vsnl.com,
ওয়েবসাইট : www.drcsc.org
সুব্রত কুন্ডু (mob - 9433511134)

• অল ইন্ডিয়া সেন্টার ফর আরবান অ্যান্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট (আইকার্ড)
ফোন:২২৪৮৩০৫০,
ইমেল : ncpriwb.rti@gmail.com
অমিতাভ চৌধুরী

• অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেটিক রাইট (এপিডিআর)
- সুজাত ভদ্র

• আড্ডা প্রো এনজিও
ইমেল : addango2005@yahoo.co.in
ওয়েবসাইট : www.ngoadda.org
ইগ্রুপ : adda_pro_ngo@yahoogroups.com

• ওয়েস্ট বেঙ্গল আরটিআই মঞ্চ
ইগ্রুপ : wbrtimanch@googlegroups.com
ইমেল : bhattacharyyamalay@yahoo.co.in
- মলয় ভট্টাচার্য্য

• ওয়েস্ট বেঙ্গল আরটিআই নেটওয়ার্ক
ইগ্রুপ : rtinetwb@yahoogroups.com
ইমেল : rtinetwb@yahoo.com

• আরটিআই হেল্প লাইন (পশ্চিমবঙ্গ)
৯৪৩৩৬২০১৯২

সিএইচআরআই-এর কর্মসূচি

মানবাধিকার, গণতন্ত্রের নির্বিঘ্ন পরিমণ্ডল ও উন্নয়ন যে কোনো মানুষেরই বেঁচে থাকার রসদ। সিএইচআরআই কাজ করে এসব নিয়েই। কমনওয়েলথ ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো হল তার কাজের এলাকা। আর প্রধানত মানবাধিকার নিয়ে কাজ করলেও, সিএইচআরআই 'তথ্য জানার অধিকার' ও সুষ্ঠু আইনি ব্যবস্থার পক্ষেও নানারকম কাজ করে থাকে। গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালা, তথ্য পরিবেশনা, প্রচার ইত্যাদি তার কাজের মাধ্যম।

মানবাধিকার কার্যক্রম : মানবাধিকার ও তার নানা দিক নিয়ে কমনওয়েলথ দফতর ও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সিএইচআরআই নিয়মিত কাজ করে থাকে। দরকার পড়লে দেশগুলোতে তদন্ত কমিশনও পাঠায়। ১৯৯৫ থেকে এখন অব্দি এইরকম কমিশন তারা পাঠিয়েছে নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, সিয়েরা লিয়ন ও ফিজিতে সিএইচআরআই কমনওয়েলথ মানবাধিকার সমন্বয় (নেটওয়ার্ক) -এর দায়িত্বেও আছে। যে নেটওয়ার্ক নানামত - নানা পথের বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে এক জায়গায় করছে মানবাধিকার নিয়ে সমবেতভাবে জোরদার লড়াই করার জন্য। সিএইচআরআই - এর নিজস্ব মিডিয়াও মানবাধিকার নিয়ে জনচেতনার প্রসারে সমানভাবে কাজ করে চলেছে।

তথ্যের অধিকার : স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা সরকারের উদ্যোগে অনুঘটকের কাজ করে সিএইচআরআই। আইনী ব্যবস্থাকে ব্যবহারের উপযোগী করতে কাজ করে তথ্যের উৎস হিসেবে। এই বিষয়ে সাহায্য করে সদস্য দেশগুলোকেও। সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির শক্তি সামর্থ বৃদ্ধির রসদের জোগান দেয়। আঞ্চলিক স্তর ও কমনওয়েলথের সঙ্গে কাজ করে যৌথভাবে। আবার নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গেও সওয়াল করে নানা বিষয়ে। দক্ষিণ এশিয়ায় সিএইচআরআই বেশ সক্রিয়। অতি সম্প্রতি ভারতে জাতীয় এক আইন নিয়ে সচেতনতা কার্যক্রমে সহযোগ দেওয়া হয়েছে। আফ্রিকায়ও আইন বিষয়ক নানা কাজে সাহায্য করছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আইনী-ব্যবস্থা ব্যবহারে মানুষজনকে আগ্রহী করে তুলতে জাতীয় বা তৃণমূল, সমস্ত ধরনের সংগঠনে কাজ চালানো হচ্ছে।

সংগঠন ও সাংবিধানিক কাজ : সিএইচআরআই বিশ্বাস করে যে, কোনো দেশের সংবিধান সে দেশের জনগণই তৈরি করে আর জনগণের হাতেই থাকে সেই সংবিধানের মালিকানা। তাই সংবিধানের ভালোমন্দ, পর্যালোচনার জন্য এক নিয়মনীতির রূপরেখা তৈরি হয়েছে। যে রূপরেখার মূলকথা হল পারস্পরিক আলোচনার পদ্ধতিতে সংবিধান সংস্কার। পাশাপাশি, সংবিধানে বলা অধিকারগুলি নিয়ে জনশিক্ষা প্রসারের কাজও চলেছে। কমনওয়েলথ সংসদীয় বিষয়ক সভার জন্য তৈরি হয়েছে মানবাধিকার নিয়ে বিস্তারিত ওয়েবসাইট। অন্যদিকে, সাধারণ নির্বাচনের সময় বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনের এক নেটওয়ার্ক গড়ে, দাগী আসামী ভোট-প্রার্থী চিহ্নিত করা, শিক্ষিত ভোটার তৈরি, প্রার্থীর দলীয় প্রতিনিধিদের কাজকর্মের নজরদারি ইত্যাদি কাজ করা হচ্ছে।

পুলিশ সংস্কার : পুলিশ ব্যবস্থা : অনেক দেশেই পুলিশ এখন আর আইনরক্ষক নয় বরং এক অত্যাচারের যন্ত্র। অধিকার রক্ষার চেয়ে আইন ভাঙাই যেন তার প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে। সিএইচআরআই তাই পুলিশের মধ্যে এমন এক অদলবদল করছে যাতে পুলিশ এই অবস্থা থেকে তার আসল রূপে ফিরতে পারে। এই ব্যবস্থার সংস্কারে এক জোরদার জন সমর্থন তৈরির কাজ হাত নিয়েছে এই সংগঠন। পূর্ব আফ্রিকা ও ঘানায় পুলিশ ব্যবস্থা ও তাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে কাজ চলছে সিএইচআরআই -এর।

কারাগার সংস্কার : জেলের বন্ধ পরিবেশ জেলকে এক অদ্ভুত অত্যাচারের অখড়া হিসেবে তৈরি করে। সিএইচআরআই-এর কাজ হল জন-তদারকির ব্যবস্থা করে জেলকে এর থেকে মুক্ত করা।

আইন সহায়িকা : দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রান্তিক মানুষজনের আইনী সুযোগসুবিধে বাড়াতে ইন্টাররাইট নামে এক সংগঠনের সঙ্গে সিএইচআরআই যৌথভাবে এই বিষয়ে এক আইন সহায়িকার সিরিজ তৈরি করেছে।